ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

গঙ্গাসাগর স্পেশাল

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২৯ পৌষ – ৫ মাঘ, ১৪২৯ ঃ ১৪ জানুয়ারি – ২০ জানুয়ারি, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 13, 14 January - 20 January, 2023 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা বললেও চলতি

আর্থিক বছরের মুখে দাঁড়িয়ে সমীক্ষা বলছে গ্রাম উন্নয়নে খরচ করতে পারে নি বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক টাকা। একে নির্বাচন না করে জোর করে পঞ্চায়েত দখলের ফল বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

রবিবার : বাঙালীর গায়ে পাচারের কালি লেগেছে আগেই।

এবার বাগদায় গাঁজা পাচারকারিকে ধরার জন্য গ্রামবাসীদের হাতে মার খেতে হল বিএসএফ জওয়ানদের। পাচার বাঙালি সমাজের উপার্জনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

সোমবার : কলকাতা পুলিশের এসটিএফ–এর হাতে হাওড়ার

টিকিয়াপাড়া থেকে ধৃত জঙ্গিদের জেরা করে পাওয়া তথ্য বুঝিয়ে দিচ্ছে জঙ্গি আশ্রয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান। ভয়াবহ জেরা বলছে শুধু জঙ্গিহানা নয়, আত্মঘাতী বাহিনী গড়ার ছক করছিল ধৃতরা।

মঙ্গলবার : এর আগেও বিচার পছন্দ না হওয়ায় কলকাতা

হাইকোর্টে বিচারপতির এজলাসের সামনে ধর্নার ঘটনা ঘটেছিল। এবার আরও লজ্জাজনক ঘটনা ঘটিয়ে বিচারপতির বাড়ির সামনে পোস্টার লাগানো হল।

বুধবার : নদী পাহাড়ের সৌন্দর্যে ভরা পবিত্র ভুমি যোশীমঠে অবৈধ

নির্মাণের পাপের উত্তর দিচ্ছে প্রকৃতি। বাড়ি ঘর, হোটেল সর্বত্র ফাটল ধরে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে জনজীবন। প্রশাসন জেসিবি নিয়ে নেমেছে পাপ স্খালনে নেমেছে প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার : কলকাতা মেডিকেল কলেজের পড়ুয়ারা

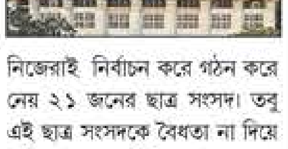

নিজেরাই নির্বাচন করে গঠন করে নেয় ২১ জনের ছাত্র সংসদ। তবু এই ছাত্র সংসদকে বৈধতা না দিয়ে ওই ২১ জনকে নিয়ে গড়ে দেওয়া হল ছাত্র কাউন্সিল।

শুক্রবার : জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনের বাড়ি

ও চালকল থেকে আয়কর বিভাগ উদ্ধার করল ১১ কোটি টাকা। যদিও বিধায়ক জানিয়েছেন এসব তার খরচের টাকা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নান

কোভিড কাঁটা পেরিয়ে চেনা ছন্দে এবারের গঙ্গাসাগর মেলা

কুনাল মালিক

প্রশাসনের আগাম পূর্বাভাস মিলে গেল। এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থী হাজির হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার যখন গঙ্গাসাগর যাচ্ছি, তখনই লট নম্বর ৮, কচুবেড়িয়াতে থিক থিক করছে ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থীরা। বিকাল সাড়ে চারটেয় যখন সাগর বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম সেখানেও দেখেছি দলে দলে ধ্বজা সামনে নিয়ে গোটা ভারতবর্ষ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে কপিল মুনির মন্দির সংলগ্ন বেলাভূমিতে। এ দৃশ্য গত দু বছর কোভিড পরিস্থিতিতে চোখে পড়েনি। কোভিড কাঁটা পেরিয়ে চেনা ছন্দে ফিরেছে এবারের গঙ্গাসাগর মেলা। বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ 'বন্ধু'দের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। অকাশে হেলিকপ্টার চক্কর কাটছে, ড্রোন উড়ছে, মুড়িগঙ্গা– সাগরে সিভিল ডিফেন্সের ওয়াটার উইং, এন ডি আর এফের নজরদারীও চোখে

পড়ার মতো। বজরঙ্গ পরিষদ, রেড ক্রস, সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্সসহ নানা এনজিও আবারও তাদের সেবা দান করতে পূর্বের ন্যায় তৎপর। বাংলার পাঁচ মন্দিরে তীর্থযাত্রীরা ভিড় জমিয়েছেন। ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় গঙ্গারতির সূচনা হয়, সেও এক অভিনব দৃশ্য। মুগ্ধ তীর্থযাত্রীরা। মকরসংক্রান্তির স্নান কোন দিন– সে নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে জানা যাচ্ছে ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যে ৬টা ৫৩ মিনিট থেকে পরের দিন ১৫ জানুয়ারি সন্ধ্যে ৬টা ৫৩ মিনিট পর্যন্ত এই স্নান চলবে। মাহেন্দ্রক্ষণ হচ্ছে ১৫ জানুয়ারি সকাল ৬টা ৩০ মিনিট থেকে বেলা ১১টা ৪৭ মিনিট। অনেকেই আবার ভিড় এড়াতে আগে ভাগেই পুণ্যস্নান সেরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। প্রশাসনের অনুমান সব মিলিয়ে পুণ্যার্থীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ ছাড়াতে পারে। উত্তরপ্রদেশের কানপুর থেকে আগত তীর্থযাত্রী উমশঙ্কর জানালেন, খুব ভালো ব্যবস্থা করেছে সরকার। প্রথমবার এলাম ১৪ জানুয়ারি স্নান করে পরিবার নিয়ে ফিরে যাব।

এবার গঙ্গাসাগর মেলায় নাগা সন্ন্যাসীর সংখ্যাও বেড়েছে। লক্ষ্ণৌ থেকে আগত নাগা সন্ন্যাসী সুশীল গিরি জানালেন, হাওড়া থেকে সাগর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ২ হাজার জন নাগা সন্ন্যাসী আছে। সুশীল গিরি বলেন, মমতাজী যদি আমাদের আবাস যোজনায় ঘর দেন খুব ভালো হয়। মহারাষ্ট্র থেকে আগত বিনয় দুবে সাগর কিনারে দাঁড়িয়ে গঙ্গা মা কী জয় বলে প্রণাম করছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রথমবার কেমন লাগল? বিনয় দুবে গদ গদ হয়ে বললেন, 'হাম আগলে সাল ফির আয়েঙ্গে'। প্লাস্টিক মুক্ত করতে প্রশাসন বদ্ধ পরিকর, তারও জোর সচেতনতা মূলক অভিযান চলছে মেলা জুড়ে। সব মিলিয়ে এবারের সাগর মেলা জমজমাট ও আলোকজ্জ্বল।

শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, ৫–১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে মোট ৩১ লক্ষ তীর্থযাত্রী পরিদর্শন করেছেন।

সাগরে বাবার সাহারা ছেলে।

পুণ্যস্নান যাতে নির্বিঘ্নে হয় তার জন্য ৩৩টি হাইম্যাট লাইট লাগানো হয়েছে। এবারে সাগরে বিদেশ থেকেও তীর্থযাত্রীরা এসেছেন। এবার মুড়িগঙ্গা নদীতে ২২ ঘন্টা ভেসেল চলাচল করছে। যারা সাগরে আসতে পারেন নি, তাদের জন্য আছে ই–স্নান, ই–দর্শন এবং ই–পূজার ব্যবস্থা। ১৩ জানুয়ারি শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনজনকে হেলিকপ্টার করে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের একজন তীর্থযাত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ১২টি পকেটমারির ঘটনা ঘটেছে। ১০টি ক্ষেত্রে টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ২৯ জনকে বিভিন্ন কারণে গ্রেপ্তার করা হয়। মোট ১২ জন হারিয়ে গিয়েছিল, ১২ জনকেই পুলিশ খুঁজে বের করেছে।

গঙ্গাসাগরের সব ছবি ক্যামেরাবন্দী করেছেন অরুণ লোধ

বঙ্গের কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠছে

দেবাশিস রায়

'আসি যাই, মাইনে পাই'– বাংলায় বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ প্রবচন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অফিসে নিয়মমাফিক কাজ না করে নির্লজ্জের মতো মাইনে তোলার দলে থাকা একশ্রেণীর কর্মীর জন্যই এই প্রবাদের প্রচলন হয়। চারিদিকে এইসব ফাঁকিবাজ কর্মীর কারণে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মসংস্কৃতি ক্রমশ লাটে উঠছে। প্রতিটি দপ্তরে জমছে কাজের পাহাড়। যেকারণে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে পদে পদে ভুগতে হচ্ছে। এরাজ্যে বামফ্রন্টের শাসনকালে বিভিন্ন সরকারি অফিস, পুরসভা ও পঞ্চায়েত দপ্তর, স্কুল–কলেজ, লাইব্রেরি সহ নানাবিধ সরকারি ও সরকার পোষিত কার্যালয় তথা প্রতিষ্ঠানে একসময় প্রতিনিয়ত দেখা যেত ফাঁকিবাজ কর্মীদের গাজোয়ারি আচরণ। বিশেষ করে একটু নেতা গোছের এরকম কর্মীদের কাছে গোবেচারা সাধারণ মানুষের যথাযথভাবে কোনও পরিষেবা না পাওয়ার কথা বলাটা ছিল কার্যত অপরাধ। আবার তিনিই যদি শাসকদলের মদতপুষ্ট কোনও সংগঠনের কেউকেটা হতেন তাহলে তো সেই একই কারণে তাঁর সামনে মাথা তুলে দু'দণ্ড চোখে চোখ রেখে কথা বলা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে ছিল। বাম আমলে দীর্ঘদিন ধরে এমন ফাঁকিবাজ কর্মীদের মাত্রাছাড়া ঔদ্ধত্যের কারণে অপমান সহ্য করতে করতে অসংখ্য মানুষকে নীরবে চোখের জল ফেলতে হয়েছে। পদে পদে ভুক্তভোগী সেইসব অতি সাধাসিধে মানুষের অভিশাপে ২০১১ সালে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের পতন হয়েছিল। তারপর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন 'মা–মাটি–মানুষ'–এর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে ঠিকই তবে সেই ফাঁকিবাজি প্রবণতার পুরণো রেওয়াজের অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হয়নি। এখনও রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের একশ্রেণির কর্মীদের ফাঁকিবাজ মনোভাব আর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের শিকার সাধারণ মানুষজনের পাশাপাশি গুটিকয়েক কাজ পাগল দপ্তরকর্মী। বিশেষ করে শাসকদলের মদতপুষ্ট নেতা–কর্মীদের কাজ না করার মানসিকতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাতে সরলমতি সাধারণ নাগরিকদের সময়মতো সুষ্ঠভাবে পরিষেবা প্রদানের প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় সরকারকে পদে পদে বিস্তর বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে। প্রাথমিক স্কুল সহ সরকার পোষিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পুরসভা, পঞ্চায়েত সহ অসংখ্য বিভাগীয় সরকারি দপ্তরে বহু কর্মী সময়মতো কাজে যোগ দিতে আসেন না এবং নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই নির্দ্বিধায় অফিস ছেড়ে বাড়ির পথে পা বাড়ান।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিধায়কের বাড়ি ঘেরাও

অরিজিৎ মণ্ডল

ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল বিধায়ক পান্নালাল হালদারের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দলের কর্মীদের। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দিদির সুরক্ষা কবচ

কর্মসূচি নিয়ে বিধায়ক পান্নালাল হালদার স্থানীয় দলীয় নেতৃত্বের সাথে পক্ষপাতীত্ব করছেন। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যেখানে জানিয়েছেন দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে এলাকার সমস্ত নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়েই করতে হবে সেখানে বিধায়ক শুধুমাত্র তার পছন্দের কয়েকজন নেতৃত্বকে নিয়েই এই কর্মসূচি সারছেন। এরই প্রতিবাদে শুক্রবার ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক পান্নালাল হালদারের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন দলীয় কর্মীরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

জমিচোরের বিরুদ্ধে এফআইআর হলেও পুলিশ নীরব

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত নরসিংহপুর এলাকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক আশ্রম নামক বৃদ্ধাশ্রমটির জমি জাল দলিলের মাধ্যমে দখলের চেষ্টার বিরুদ্ধে, বিএলআরও দত্তপুকুর থানায় এফ আই আর দায়ের করেন। এ সত্ত্বেও অভিযুক্ত এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয় নি কেন? এমনকি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে এখনও এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময়ে কেস তুলে নেবার হুমকি দিচ্ছে। এছাড়াও বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে গালিগালাজ করছে, বলে বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষের অভিযোগ। এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিনিধিদল ফের দত্তপুকুর থানায় আসেন। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, বিএলআরও তার কাজ করে গিয়েছেন। তিনি থানায় এফআইআর করে গিয়েছেন। অথচ থানা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। বৃদ্ধাশ্রম সোসাইটির সম্পাদক তথা আইনজীবী সৌম্যদীপ কুণ্ডু বলেন, 'যবে থেকে বিএলআরও সমীর ঘোষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন, তবে থেকেই সে বৃদ্ধাশ্রমে প্রায়ই এসে আবাসিকদের উচ্ছেদের হুমকি দিচ্ছেন। গালিগালাজ করছে। এমনকি খুনেরও হুমকি দিচ্ছে। গত ডিসেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি বিএলআরও এফআইআর করেন। এরপর এতগুলো দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ আজও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেনি। এদিকে সমীর ঘোষ সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছেন তার মৃত মা পুষ্প ঘোষের নামে কি করে জমির রেকর্ড হল, তা তিনি জানেন না। কিন্তু আমাদের কাছে যাবতীয় প্রমাণ আছে। একথা আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি। এবার তো সেই প্রমাণগুলোকে নিতে হবে। এ কাজটা তো পুলিশের। এই প্রমাণগুলো নিয়ে তো পুলিশকে অ্যাকশন নিতে হবে।' সৌম্যদীপ আরও বলেন, 'শুধু আমাদের আশ্রমের জমিই নয়, এলাকার অনেকের জমিই সমীর ঘোষ হরপ করেছেন। স্থানীয় নয়ন ঘোষের কন্যা প্রিয়দর্শী ঘোষ। তার জমিও জাল দলিল করে নিয়েছে। স্থানীয় একটি রঙের কারখানার ১০ কাঠা জমিও জাল দলিল করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, নরসিংহপুর জিরাট চত্বরের মানুষের রাতের ঘুম এই সমীর ঘোষ কেড়ে নিয়েছেন।'

এরপর পাঁচের পাতায়

আবাস প্লাসের টাকা অন্য কাজে নয় হুশিয়ারি প্রশাসনের

বরুণ মণ্ডল

এ পর্যন্ত ২০২২ – '২৩ অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) আবাস প্লাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এখন পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ১২ হাজার জন উপভোক্তাকে এবার বাড়ি তৈরির জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে ৬ জানুয়ারি আলিপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা জানান। তিনি জানান, প্রত্যেক উপভোক্তাকে গৃহনির্মাণ বাবদ মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সরকারের তরফে প্রদান করা হবে। এই টাকা উপভোক্তারা পাবেন তিন কিস্তিতে। প্রথম কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকা আপনারা নিজ নিজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৯ – ১২ জানুয়ারির মধ্যে পাবেন। তারপরে দ্রুত লিন্টন লেভেল পর্যন্ত নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ ৫০ হাজার টাকা নিজ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাবেন। তারপরে মাথার ওপর ছাদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে তৃতীয় তথা শেষ কিস্তিতে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। প্রতিটি উপভোক্তাকে অন্তত ২৫ বর্গ মিটারের একটি ছাদ ঢালাই পাকা তৈরি করতে হবে। প্রতিটি বাড়িতে পি এম এ ওয়াই'য়ের একটি লোগো লাগাতে হবে। আর সমগ্র বাড়িটি চলতি বছরের ৩১ মার্চ শুক্রবারের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যেই লিন্টন পর্যন্ত তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তির

টাকা পাওয়ার আগে ফিজিক্যাল এনকোয়ারি হবে। তারপর দ্বিতীয় কিস্তির ৫০ হাজার টাকা পাবেন। টাকা পাওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ঢালাই ছাদ দিতে হবে। বাকি তৃতীয় তথা শেষ কিস্তির ১০ হাজার টাকা পেয়ে গেলে পরবর্তী ২০ দিনের মধ্যে বাড়িটির নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে।

আর 'আবাস বন্ধু'রা প্রত্যেক সাত দিনে অন্তত দু' বার প্রতি উপভোক্তার নির্মীয়মান বাড়ি পরিদর্শন করতে যাবেন। সেখানে কোনও উপভোক্তার কোনও সমস্যা হলে তারা তা সমাধান করতে সচেষ্ট হবেন এবং প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাহেব বা সাহেবাদের বা জি পি ট্যাগ করা অফিসারদের নজরে উপভোক্তাদের সমস্যাটি আনবেন। আর জি পি ট্যাগ করা অফিসাররা প্রত্যেক সাত দিনে অন্তত ২৫ শতাংশ উপভোক্তাদের নির্মীয়মান বাড়ি পরিদর্শন করবেন। আর জয়েন্ট বি ডি ও সাহেবসাহেবারা প্রতি সাত দিনে অন্তত ৫০ টি করে নির্মীয়মান বাড়িতে পরিদর্শন করতে যাবেন।

এছাড়াও এ জেলার জেলাশাসক ও সংগ্রাহক সুমিত গুপ্তা এদিনের 'আবাস প্লাস' সংক্রান্ত 'ওয়ান ডে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সেনসিটাইজেশন মিটিঙে' আরও জানান, এ জেলাতেও প্রত্যেক ব্লকেই একটি করে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে (এ জেলার কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বর – ০৩৩ ২৪৪৮ ৮০৫১/০৩৩ ২৪৪৮ ৮০৫২ – অফিস আওয়ারে চালু থাকবে)। যদি কোনও উপভোক্তার বাড়ি তৈরিতে কোনও রকম সমস্যা হয়, তাহলে তারা যেন এই ফোন নম্বর দু'টিতে ফোন করে সমস্যার সমাধানের সাহায্য চায়। জেলাশাসক জানা, বাড়ি স্যাংশনের সংখ্যার বিচারে রাজ্যের এ জেলা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলায় এই পর্যায়ে রয়েছে ১ লক্ষ ১৬ হাজার উপভোক্তা। সেখানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এবার উপভোক্তা আছে ১ লক্ষ ১২ হাজার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মোট ব্লক আছে ২৯টি। সুতরাং প্রতি ব্লকে ৩ – ৪ হাজার উপভোক্তা রয়েছে। এ জেলার কুলতলী ও বাসন্তী ব্লকে এ পর্যায়ে আট–নয় হাজার করে উপভোক্তা আছে। সেখানে বজবজ – ১, বজবজ – ২ ও সোনারপুর একটু আর্বান এরিয়া হওয়ায় উপভোক্তা কম আছে। এ জেলার বহু ব্লকে ১ হাজার, ২ হাজার ও ৩ হাজারের মধ্যে উপভোক্তা আছে। এ জেলার ১ লক্ষ ২০ হাজার উপভোক্তার মধ্যে ১ লক্ষ ১২ হাজার উপভোক্তা অনুমোদন পেয়েছেন। প্রায় ৯৩ শতাংশ উপভোক্তা অ্যাপ্রুভাল পেয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 13, 14 January - 20 January, 2023

উত্তরের আঙিনায়

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ফেস্টিভাল। এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে। এবারের ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দীনবন্ধু মঞ্চে। ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে চলবে এক সপ্তাহের উপরে। প্রতিদিন বিকাল ৪ টা ও সন্ধ্যে ৭ টার সময় ছবি প্রদর্শিত হবে। উল্লেখ্য জয় বাবা ফেলুন, সোনার কেল্লা, হীরক রাজার দেশে, গুপী গাইন বাঘা বাইনসহ আরো বেশ কিছু ছবি দেখানো হবে। এদিন রামকিঙ্কর সভাকক্ষে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব।

কুয়াশায় দেরি ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেরীতে আসল দার্জিলিং মেল। আজ সকাল এগারোটায় এনজেপিতে এসে পৌঁছালো দার্জিলিং মেল। আজ সকালে ঘন কুয়াশার কারনে সব ট্রেনই দেরীতে পৌঁছায় এনজেপিতে। সকালে তিস্তা তোর্ষা ঢোকে দেরী করে। দেরী করে ঢোকে উত্তরবঙ্গ এবং কাঞ্চনকন্যাও। দেরীতে ছাড়ে শতাব্দীও। ঘন কুয়াশার কারনে সব ট্রেনই পৌঁছায় অনেকটা দেরী করে। সকাল থেকেই সব ট্রেন দাড়িয়ে পড়ে রাঙাপানীতে। ট্রেন দাড়িয়ে পড়ায় সমস্যা তৈরী হয়ে যায় যাত্রীদের মধ্যে। ট্রেন ছাড়তে দেরী হওয়ায় সব যাত্রীরাই দাঁড়িয়ে থাকেন এনজপি ষ্টেশনে। যাত্রীদের ভীড়ে শেষ পযর্ন্ত স্টেশন মাষ্টারকে সামলাতে হয়।গতকাল পদাতিক এক্সপ্রেসও নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে প্রায় তিন ঘন্টা দেরীতে ছাড়ে। দেরীতে ছাড়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলিও। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আরো কয়েকদিন থাকবে এই ঠান্ডা। দার্জিলিং এবং কার্শিয়াং এও এদিন তাপমাত্রা নেমে যায় সাধারনের চাইতে তিন ডিগ্রী নীচে। তিনটে বাজলেই কনকনে ঠান্ডায় দার্জিলিং শহর একেবারেই শুনশান হয়ে যায়। সিকিমেও এদিন ভারী তুষারপাতের খবর পাওয়া গেছে। ভারী তুষারপাতের কারনে সিকিমের সব রাস্তায় বরফ পড়ে জমে যায়। মানুষের আসা এবং যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েন মানুষ। উত্তরবঙ্গের সব জায়গাতেই তাপমাত্রা এদিন অনেকটাই নীচে নেমে যায়।

মহকুমা উৎসব চারটি ব্লকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শিলিগুড়ি মহকুমা উৎসব 'নবান্ন'। শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লক জুড়ে চলবে এই মেগা সাংস্কৃতিক উৎসব। মাননীয় সভাধিপতি এস এম পি, জেলা শাসক দার্জিলিং, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে তারই প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাকক্ষে মেয়র গৌতম দেব জানালেন, 'আমাদের প্রধান লক্ষ এই উৎসবকে সফল করে তোলা। তাই আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই জনপ্রিয় উৎসবকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায়। এদিন গৌতম দেবের সাথে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমার অন্যান্য আধিকারিকেরা। শিলিগুড়িতে এই উৎসবকে ঘিরে ঘিরে মানুষের আগ্রহ প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে।

কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির চম্পাসারিতে এক নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এক কম্বল প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সমস্ত দুস্থদের আহবান করা হয়েছিল। জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ এবং চেয়ারম্যান অশোক চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে দুঃস্থদের হাতে কম্বল প্রদান করা হয়। এদিন জেলা সভাপতি নিজের হাতে কম্বল তুলে দেন ওই এলাকার অসহায় এবং দুঃস্থ মানুষের হাতে। তিনি বলেন, আমাদের সাধ্যমত আমরা ওদের পাশে দাঁড়াব।

নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত, হলো না তুষারপাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঝঞ্ঝা কেটে গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে পারদ পতন চলছে। এমনকি কয়েকটি জেলায় দিনের বেলায়ও ব্যাপক ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকার জন্য রাতেও কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। তবে নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত তুষারপাত দেখতে পেল না দার্জিলিং। সাধারণত এই সময় বিভিন্ন এলাকার থেকে পর্যটকরা পাহাড়ে পাড়ি দেন তুষারপাতের দৃশ্য দেখবার জন্য। তবে নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত, তুষারপাত হলো না। উল্লেখ্য উত্তরবঙ্গের কিছু জেলা বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ঠান্ডার ক্ষেত্রে রীতিমতো পাল্লা দিচ্ছে পাহাড়ের সঙ্গে। উত্তর–পশ্চিম ভারতেও ব্যাপক ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। ২০২১ ডিসেম্বরে শেষ থেকে গত বছর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দার্জিলিং এর একাধিক জায়গায় তুষারপাত হয়েছিল। টাইগার হিল, সানদাকুফু তো বটেই, এমনকি সুখিয়াপকরিতেও হয়েছিল তুষারপাত। এই বছর তুষারপাত না হওয়ার কারণ হিসেবে সিকিম আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, এবারের শূন্য ডিগ্রির অঙ্ক থেকে অনেক উপরে অবস্থান করছে দার্জিলিং। দার্জিলিংয়ের তুষারপাতের সম্ভাবনা ক্ষীন বলে জানানো হয়েছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ জানুয়ারি – ২০ জানুয়ারি, ২০২৩

মেষ রাশি : যে কোনও কর্মে অমনোযোগিতা ও অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে চাকরি পাওয়ার সুযোগ ও আর্থিক উপার্জনের সুযোগ আসার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : ২৮ বার ওম মন্ত্রটি পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের দরুন ঋণের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশুনার জন্য আর্থিক বৃদ্ধির দরুণ সংসারিক টানা পোড়েন বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বট গাছ লাগিয়ে গাছে জল দিন।

মিথুন রাশি : ব্যবসায় উন্নতির সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে। বুদ্ধিমত্তার জেরে ব্যবসায় অগ্রগতি। চাকরি ক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাগে বিলম্ব। প্রেসার, অর্শ প্রভৃতির রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নানা ক্ষেত্র থেকে অর্থ আয়ের সুযোগ আসতে পারে। অর্জিত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

প্রতিকার : নকল ক্রিস্টাল বা সাদা হাঁস উপহার দিন বিপরীত লিঙ্গকে।

কর্কট রাশি : যে কোনও কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। অন্য কোনও সংস্থায় কর্ম করার সুযোগ মিলতে পারে। মূল্যবান তথ্য বা কোনও দ্রব্য হারিয়ে ফেলতে পারেন। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। দাম্পত্য সুখ ব্যহত হতে পারে। উঁচু জায়গা থেকে পতনের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গুরুজনদের সেবা করুন।

সিংহ রাশি : শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা কঠিন। হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। সাবধানে চলাফেরা করুন। সন্তানের আচরণে উদ্বেগ বৃদ্ধি। দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। ব্যবসায় বাধা। কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কালো বা সাদা মুক্তোর মালা পরুন।

কন্যা রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। জ্যোতিষ চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি। অতিরিক্ত পরিশ্রম করেও মান সম্মান হানি ও যথোচিত পারিশ্রমিক না পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ আসার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : দুধ ও চাল দিয়ে সোনা বা রুপোর দ্রব্য ধুয়ে মাটিতে পুঁতে দুধ মাটিতে ঢালুন।

তুলা রাশি : সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় শুভ ফল লাভে বাধা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ব্যবসায়ে বিনিয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। লটারিতে অর্থ বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। শিল্পী সত্তার বিকাশের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কুষ্ঠ রোগী এবং মূক–বধিরদের সেবা করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পদোন্নতির সঙ্গে দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির সম্ভাবনা। অংশীদারী ব্যবসায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে মান–সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : জন্মদিনে গরিবদের সেবা করুন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। 'ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক হানির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ। যে কোন কর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ত্যাগ করুন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : রুপোর টুকরো পকেটে রাখুন।

মকর রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতি সতর্কতার সঙ্গে কর্ম করার প্রয়োজন নতুবা বুদ্ধি বিভ্রমের দরুন কর্মক্ষেত্রে সমস্যার মধ্যে পড়তে পারেন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা জনিত রোগে নার্ভ ও চোখ সংক্রান্ত রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক মতানৈক্য বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে অন্যের উপকার করুন।

কুম্ভ রাশি : বাড়ি বা গাড়ি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। বুদ্ধিমত্তার জেরে কর্মক্ষেত্রে সুযোগ লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ ঋণ করার পরিকল্পনা।

প্রতিকার : বাদামি রঙের কুকুর পালন করুন।

মীন রাশি : ভাবাবেগের দরুন যে কোনও কর্মে আলস্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। উচ্চ স্থান থেকে পতন বা দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন। নানা ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। ভাই বোনকে নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক অনটন বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সকালে মধু খেয়ে বাইরে বেরোবেন।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে।

ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।

যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫ / ৯৮৩০২৮৪৯৯২

কর্মখালি

চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের কাজ জানা মেকানিক চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৮৩০৩৩২৩৬৭

হাওড়ায় ১৩৭ স্বাস্থ্যকর্মী

স্টাফ নার্স এবং কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১৩৭ জনকে নেবে হাওড়ার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি। চুক্তিতে নিয়োগ হবে ন্যাশনাল হেলথ মিশন সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে। প্রার্থী বাছাই করবে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সিলেকশন কমিটি। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : DHFWS/HOW/17/23.

শূন্যপদের বিন্যাস : স্টাফ নার্স। পলিক্লিনিক (উলুবেড়িয়া) : ৪টি (তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ১)। আর্বান–হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার : ১টি (তফসিলি উপজাতি)।

ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন : ২৯টি (সাধারণ ১৭, তপসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ৩, ও বি সি–বি ২)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওইফারিতে ডিপ্লোমা, সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষ হতে হবে।

বয়স : ১-১-২০২৩ তারিখে ৬২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ২৫,০০০ টাকা।

কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট মহিলা : পঞ্চদশ অর্থ কমিশন : ১৫টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি –এ ২, ও বি সি–বি ১)। ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন : ৮৯টি (সাধারণ ৩৯, তফসিলি জাতি ২২, তফসিলি উপজাতি ৮, ও বি সি–এ ১৩, ও বি সি–বি ৭)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অক্সিলারি নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি বা জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স পাশ, সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং বাংলা ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স : ১-১-২০২৩ তারিখে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি এবং ও বি সি প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন : প্রতি মাসে ১৩,০০০ টাকা।

উভয় পদের ক্ষেত্রেই প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবাইটের মাধ্যমে। www.healthyhowrah.org প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি (বিকেল ৫টা পর্যন্ত)। দরখাস্তের সময় প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সই (উভয়ই ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

দরখাস্ত যথাযথ ভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবে। এটি কোথাল পাঠাতে হবে না।

দরখাস্তের পদ্ধতি সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কাজের খবর

হকিন্সে ইঞ্জিনিয়ার

ফ্রেশাররা আবেদন করতে পারেন

বিভিন্ন শাখা থেকে বেশ কিছু ফ্রেশার ইঞ্জিনিয়ার নেবে হকিন্স কুকার্স লিমিটেড। গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা আবেদন করতে পারেন।

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে নিয়োগ হবে। দেড় বছরের ট্রেনিং। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ট্রেনিংয়ের সময় বার্ষিক বেতন ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা। অভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে নিয়োগ হবে উচ্চতর বেতনে।

শিক্ষাগত যোগ্যাতা : আবেদন করতে পারেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই সব শাখার ডিগ্রি ও ডিপ্লোমাধারীরা সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ম্যানুফ্যাকচারিং, টুল ডিজাইন, প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং, মেশিন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডিজাইন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই চেন, মেটেরিয়াল সায়েন্স ও রোবোটিক্স।

বয়স : ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দরখাস্ত যাচাই, লিখিত পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা আয়োজিত হবে দেশের বিভিন্ন বড় শহরে। গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ আয়োজিত হবে মুম্বইয়ে। মুম্বই যাতায়াতের জন্য ট্রেনের ভাড়া পাওয়া যাবে।

আগ্রহীরা অনলাইন আবেদন করতে পারেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.hawkins.in/jobs অনলাইন দরখাস্তে বায়োডাটা ও 'Reasons why I am interested in joining Hawkins' শীর্ষক নিজের মতো করে ২০০ শব্দের একটি লেখা আপলোড করতে হবে। লিখতে হবে ইংরেজিতে, নিজ হস্তাক্ষরে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, মোবাইল ফোনের নম্বর, অভিজ্ঞতা (থাকলে) ইত্যাদি উল্লেখ করে অফলাইন দরখাস্তও জমা দেওয়া যাবে।

দরখাস্তের সঙ্গে উপরোক্ত লেখাটি জুড়ে দেবেন। দরখাস্ত ভরা খামের উপর পদের নাম (Management Trainee-Technical/Engineering) লিখবেন।

যত দ্রুত সম্ভব দরখাস্ত করবেন। অফলাইন দরখাস্ত ডাকে বা ক্যুরিয়ারে পাঠানোর ঠিকানা : Senior VP Personnel, Hawkins Cookers Limited, Maker Tower F 101, Cuffe parade, Mumbai 400 005.

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামে ১০০ তরুণ–তরুণীকে ট্রেনিং

১০০ জন তরুণ তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন। এটি পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস মন্ত্রকের অধীনস্ত একটি সংস্থা। অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ট্রেনিং হবে গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ইঞ্জিনিয়ার ক্যাটেগরিতে। ট্রেনিং হবে সংস্থার বিশাখাপত্তনম রিফাইনারিতে। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ১ বছর। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে।

ট্রেনিং দেওয়া হবে এই সব ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় : মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিং, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল, পেট্রোকেমিক্যাল, সেফটি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, অয়েল টেকনোলজি, ফুড টেকনোলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর সহ সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় গ্র্যাজুয়েট। ১-৪-২০২০ তারিখের পরে যাঁরা ডিগ্রি অর্জন করেছেন, কেবল তাঁরাই আবেদন করবেন। এর আগে কোথাও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়ে থাকলে বা বর্তমানে কোথাও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিলে বা ১ বছর বা তার বেশি সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করবেন না।

বয়স : ৭-১-২০২৩ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি রা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

স্টাইপেন্ড নির্দিষ্ট মাসিক ২৫,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ হবে জানুয়ারি মাসে।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://www.mhrdnats.gov.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ জানুয়ারি।

বিশদ জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.hindustan-petroluam.com

সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ৩৬২ নার্সিং অফিসার

নার্সিং অফিসার পদে ৯০৫ জনকে নেবে লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা সাধারণ ক্যাটেগরির জন্য নির্দিষ্ট ৩৬২টি শূন্যপদ আবেদন করতে পারবেন। নিয়োগ হবে গ্রেড-টু ক্যাটেগরিতে। প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 1-68/Rectt/2022-23.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে নার্সিংয়ে বি এসসি (অনার্স) বা বি এসসি নার্সিং অথবা বি এসসি (পোস্ট সার্টিফিকেট) বা পোস্ট বেসিক বি এসসি নার্সিং। অথবা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং মিডওয়াইফারিতে ডিপ্লোমা। সব ক্ষেত্রেই স্টেট বা ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলে নার্স অ্যান্ড মিডওয়াইফ হিসেবে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। ডিপ্লোমাধারীদের ক্ষেত্রে অন্তত ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ১-১-২০২৩ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন ক্রম : ৪৪,৯০০-১,৪২,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে : ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়, জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল নলেজ, রিজনিং এবং ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষার সময়সীমা ২ ঘন্টা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.sgpgims.org.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি। প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে জি এস টি সহ ১,১৮০ টাকা। ফি জমা দিতে হবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথ ভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন। সাবমিট করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ২৩২

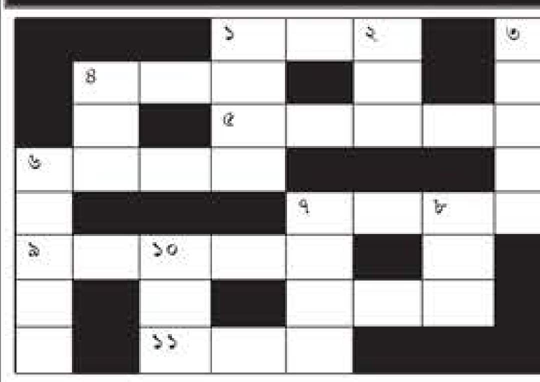

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বৈষ্ণবদের সমাধিস্থান ৪। '— তব উদ্ভাসিত' ৫। সর্বশ্রেষ্ঠ ৬। রোজার মাস ৭। (ব্যাক.) কারক বিশেষ ৯। সেই ভাবপ্রাপ্ত ১১। হীরা ১২। গণনা, সংখ্যা করা।

উপর–নীচ

১। সমাপ্তি ২। পৃথিবী, ভুবন ৩। শাস্ত্রীয় নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ৪। প্রলেপ দেওয়া ওষুধ ৬। যুদ্ধের ঢেউ ৭। নিরয় ৮। ঋণগ্রস্ত, খাতক ১০। বর্ষকালীন।

সমাধান : ২৩১

পাশাপাশি : ১। অপবাদ ৪। শহরতলি ৫। রজনীশ ৭। কবুলতি ৯। বগলদাবা ১০। লতাঘর।

উপর–নীচ : ১। অধিকার ২। দশ বিশ ৩। সাতসকাল ৬। জয়নগর ৭। করবাল ৮। তিরস্কার।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

জেলা আইনজীবীদের ধিক্কার মিছিল বারাসতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে বুধবার উত্তর চব্বিশ পরগণা আইনজীবীরা রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা এবং মাননীয় বিচারপতিদের সন্ত্রস্ত করা সহ বিচারপতির বিরুদ্ধে পোস্টারিং এর মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল করেন। মিছিল এদিন বারাসত জেলা আদালত চত্বর পরিক্রমা করে বলে জানালেন, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা আইনজীবী সংগঠনের সম্পাদক তারক মুখোপাধ্যায়।

বজ বজ ২ নং ব্লকে বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১০ জানুয়ারি ২০২৩ ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির বজবজ ২ নং ব্লকে আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজ সহ টি এম সির সার্বিক দুর্নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও ৫০০ দুর্নীতির তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এলাকায় বে-আইনি পুকুর ভরাট খাল ভরাট বন্ধ করতে হবে। সকলের জন্য আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের ব্যাবস্থা করতে হবে। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে যাতে

কর্মী সমর্থন নিয়ে নোদাখালী মোড় থেকে মিছিল সহকারে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করা হল। বক্তারা বলেন বে- আইনি ভাবে টিএম সি নেতারা কাট মানি নিয়ে ঘর পাইয়ে দিতে চাইছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহন করতে হবে, আর যারা সত্যি করে প্রাপক তাদের আবাস যোজনার ঘর দিতে হবে ১০০ দিনের কাজের নমিনেশন ও ভোট প্রদানে সাধারণ মানুষ ও বিরোধী দল অংশগ্রহণ করে পারে তার ব্যাবস্থা গ্রহন সুনিশ্চিত করতে হবে। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির কনভেনার নিতিশ মণ্ডল, রাজ্য নেতা হরিকৃষ্ণ দত্ত, প্রিতম দত্ত, জেলা সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, চিত্তরঞ্জন গায়েন সাধারণ সম্পাদক গৌতম প্রামাণিক ও মণ্ডল সভাপতিগণ।

শুরু হল ৩১তম সঞ্চিতা মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মদিনে শুরু হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম শিশু কিশোর উৎসব সঞ্চিতা মেলা। সকালে স্বামীজী রামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের প্রতিকৃতি সভাধিপতি সামিমা সেখ, বিধায়ক অশোক দেব, ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর খান, বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র প্রমুখ।

মেলা চলবে আগামী ২২

নিয়ে ব্যান্ড ও ঢাক বাদ্য সহকারে একটি সুদৃশ্য র‍্যালি বাওয়ালী এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পরিভ্রমণ করে। তারপর সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কমিউনিকেশনের উদ্যোগে মোমবাতি জ্বালানো এবং শাঁখ বাজানোর প্রতিযোগিতা হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিনই থাকবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বিচিত্রানুষ্ঠান। আগামী ২১ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬ টায় সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের পরিবেশনায় নিবেদিত হবে যাত্রা পালা অন্ধগলির বন্দী পাখি। মেলা কমিটির কর্ণধার স্বপন রায় সকলকে মেলায় আমন্ত্রণ জানান।

জল পথে বার্ড ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং-১ ব্লকের রাইস মিল রোড এলাকায় সুন্দরবন

ব্যাঘ্র প্রকল্প ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প। এদিন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর অজয় কুমার দাস জানান আগামী ৭ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুরু হচ্ছে বার্ড ফেস্টিভ্যাল। এই ফেস্টিভ্যাল সূচনা হবে গোসাবা পাখিরালয় থেকে। তিনি আরও বলেন ৫ জন করে ৬ টি দল এই ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পাশাপাশি অংশগ্রহণ করার জন্য অন লাইন বুকিং ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুন্দরবনে এই প্রথম বার্ড ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়েছে। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তে খুশি সুন্দরবন প্রেমীরা। এদিকে এই বার্ড ফেস্টিভ্যালে থাকছে জলে পথে লঞ্চ ও বোর্ডের ব্যবস্থা। ৪ দিনের বার্ড ফেস্টিভ্যালে যে সমস্ত ফটোগ্রাফাররা অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বিষয়ে সচেতন করে তুলবেন বন দফতর। পাশাপাশি জল পথে থাকছে গাইডের ব্যবস্থা। এদিকে সাইবেরিয়া সহ বিভিন্ন দেশ থেকে সুন্দরবনে পরিযায়ী পাখি ঢুকতে শুরু করেছে শীতের মরশুমে এবং সুন্দরবনের পিয়ালি এলাকায় সাইবেরিয়া থেকে পরিযায়ী পাখির আগমন ও ঘটেছে এমনি জানান বন দফতর।

দিঘীর পারে জলের হাহাকার

আমান মোল্লা : ক্যানিং মহাকুমার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পরানি যেকো গ্রামের মানুষ আর জল পাচ্ছে না। সাত বছর আগে পিএইচ দপ্তর মাটির তলায় পাইপ লাইন পেতে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে জল পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু মাটির তলায় পাইপ ফেটে আজ নির্জলা মানুষ জলের জন্য হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জিত সরদার

বলেন অনেক দূর যেতে হয় জল আনতে। হাতকল বসালেও জল ওঠে না। গ্রামের পঞ্চায়েত মেম্বার ও প্রধানকে বারবার জানানো সত্বেও দীর্ঘদিন ধরে ওই ভাবেই পড়ে আছে। দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপতী সাঁপুই সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, পিএইচই দপ্তরের সঙ্গে কথা হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি ওই গ্রামে জলের ব্যবস্থা স্বাভাবিক হবে।

পাঁচ বছর ধরে টিউবওয়েল খারাপ, ভোট বয়কটের হুশিয়ারি

অমিত মন্ডল : দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ধরে পানীয় জলের টিউবওয়েল খারাপ। বারবার পঞ্চায়েতে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। এমনকি এলাকার বাসিন্দারা বিডিও অফিসেও আবেদন করেছেন। কিন্তু সুরাহা মেলেনি। গত পাঁচ বছর ধরে নামখানা ব্লকের হরিপুর গ্রামের ২১৩ নম্বর বুথে একটিমাত্র টিউবয়েল অকেজ হয়ে পড়ে রয়েছে। ওই বুথ এলাকায় প্রায় দেড়শটি পরিবারের বসবাস। টিউবওয়েল খারাপ থাকার কারণে পাশের গ্রামের টিউবওয়েল ভরসা বাসিন্দাদের। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে যদি হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হরিপুর গ্রামের ২১৩ নম্বর বুথের অকেজো থাকা পানীয় জলের টিউবয়েলটি

যদি সারানো না হয়,তাহলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার টিউবয়েলের সামনে দাঁড়িয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং নামখানা শ্রমজীবী মহিলা সমিতির সদস্যারা বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ পাঁচ বছর ধরে ওই এলাকায় টিউবয়েলটি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। এ বিষয়ে পানীয় জল যন্ত্রণায় জেরবার ২১৩ নম্বর বুথের বাসিন্দা অরবিন্দ মিস্ত্রি, প্রতিমা দলপতিরা বলেন,বারবার ওই বুথ এলাকার সদস্যকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। এমনকি পঞ্চায়েত অফিস ও নামখানার বিডিওর কাছে আবেদন দেওয়া হয়েছে। তবুও মেলেনি সুরাহা। দ্রুত সমাধান না হলে আগামী পঞ্চায়েত ভোট বয়কটের হুমকি স্থানীয় বাসিন্দাদের।এ বিষয়ে হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিল্প পরিকাঠামোর সঞ্চালক লক্ষীকান্ত জানা স্বীকার করে নেন, ২১৩ নম্বর বুথের টিউবয়েল অকেজো থাকার ঘটনাটা স্থানীয় বাসিন্দারা পঞ্চায়েতে জানিয়েছেন। তবে ওটা ৫ বছর ধরে খারাপ নয়, এক থেকে দেড় বছর মতো খারাপ রয়েছে টিউবওয়েলটি। খুব শীঘ্রই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে টিউবওয়েল সারিয়ে দেওয়া হবে। টিউবওয়েল খারাপ থাকার কারণে প্রায় দু কিলোমিটার দূরে গিয়ে পাশের পাড়া থেকে জল আনতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। তবে এখন দেখার বিষয় কতদিনে জল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় হরিপুর গ্রামের ২১৩ নম্বর বুথের স্থানীয় বাসিন্দারা।

বনগাঁয় বিলুপ্ত প্রায় ৭০টি কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁর ধরমপুর বাজার থেকে প্রায় ৭০টি কচ্ছপ সহ দুইজনকে আটক করে বনদপ্তর। উল্লেখ্য বনদপ্তর সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বনগাঁ ধরমপুর বাজারে অভিযান চালায় বনদপ্তর। ধৃত বিভাস ও তার স্ত্রী কচ্ছপগুলি বিক্রির উদ্দেশ্যে রেখেছিল। তাদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত ৭০টি কচ্ছপের বাজার মূল্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা।

বনদপ্তর কচ্ছপসহ স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই আটক করে। জানা যায়, উদ্ধারকৃত কচ্ছপগুলি বিলুপ্ত প্রায় তিল কাছিম। অভিযুক্ত দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করে বনদপ্তর। বনদপ্তরের আধিকারিক বলেন, 'বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমাদের কাছে খবর ছিল। আমরা অভিযান চালিয়ে এদিন ধরমপুর বাজার থেকে বিভাস নামের এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে হাতেনাতে ধরি। বিলুপ্তপ্রায় এই কচ্ছপগুলির মূল্য কিলো প্রতি প্রায় এক হাজার টাকা। এই হিসেবে উদ্ধারকৃত ৭০টি কচ্ছপের বাজার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা।' সোমবার তাদের বনগাঁ আদালতে তোলা হয় বলে বনদপ্তর সূত্রে জানানো হয়।

প্রতিহিংসা পরায়ণ পাচারকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা প্রায় ২ হাজার ২৪৩ কিমি। তার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণায় রয়েছে প্রায় এক হাজার কিমি। ভৌগোলিক কারণে উত্তর চব্বিশ পরগণার পুরো সীমান্ত এলাকায় উন্নত প্রযুক্তির ফেন্সিং বা কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। সীমান্তের এই ভৌগোলিক অসুবিধাকে হাতিয়ার করে অনুপ্রবেশ তো প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। একই সঙ্গে পাচার চোরাচালানও অব্যাহত। পেট্রাপোলে বিএসএফের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, 'সাংবিধানিক পথেই সীমান্তকে দুর্ভেদ্য বানানো হবে।' একারণে বি এস এফের নজরদারির এলাকা বৃদ্ধিসহ নজরদারিও আরও কঠোর করা হয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে ভারত-বাংলাদেশের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সীমান্তে একাধিক অভিযান চালিয়ে সোনা সহ নিষিদ্ধ নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

উল্লেখ্য, বিএসএফের কড়া নজরদারির ফলে পাচারকারীরা প্রায়শই ব্যর্থ হওয়ায় ক্রমশঃ হিংসাত্মক হয়ে উঠছে, বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য। বিষয়টা যে যথার্থ তা সম্প্রতি বাগদা সীমান্তে পাচারকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হওয়ায় বোঝা যায়। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা ব্লকের মামা ভাগিনার নওদাপাড়া সীমান্ত এলাকায়। বিএসএফ সূত্র জানায়, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন গাঁজা এবং ফেন্সিডিল পাচারকারী আলমগীর মণ্ডলের মোটা টাকার মাল সীমান্ত অতিক্রম করবে। সেই মত ৬৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের এসি

বিনোদ কুমার দুবের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন কনস্টেবল ও একজন মহিলা কনস্টেবলসহ ২ জন জি প্রতিনিধির একটা দল সন্দেহ ভাজন বাড়িগুলি ঘেরাও করেন। এবং তাদের সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় মেম্বার এবং পুলিশের সহযোগিতা কামনা করেন। এরপর ঘিরে রাখা ওই সব সন্দেহভাজন বাড়িগুলি। গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে তল্লাসি করতেই ওইসব বাড়ি থেকে ৪৩ কেজি গাঁজা, ৩৭১ বোতল ফেন্সিডিল ও ৩ পিস ৭৫০ মিলি লিটারের রয়্যাল স্ট্যাগ ইংলিশ মদ উদ্ধার করে। সেই সাথে পাচারকারী আলমগীর মণ্ডলকেও আটক করে বিএসএফ। কিন্তু সেগুলি বিএসএফ ক্যাম্পে আনার সময় পাচারকারীদের সঙ্গে বিএসএফের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। পুলিশ জানায়, বিএসএফের জওয়ানরা আলমগীর সহ মালামাল আটক করে গাড়িতে তোলার সময় কিছু লোক লাঠি, পাথর নিয়ে আক্রমণ করে। সিসি ক্যামেরা, রেকর্ডার, কম্পিউটার ইত্যাদি ভাঙচুর করে। বিএসএফের আরও জওয়ান এবং পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তল্লাশির নামে বিএসএফ অত্যাচার চালায়। এই অভিযোগ অস্বীকার করে বিএসফের (আঞ্চলিক সদর দপ্তরের) ডিআইজি সঞ্জয় কুমার বলেন, 'বিএসএফের তৎপরতার ফলে চোরা কারবারি ও পাচারকারীরা সমস্যায় পড়ছে। তাই প্রতিহিংসা বশতঃ এই হামলা।'

অন্যদিকে বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে সোনা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল বিএসএফ। সীমান্ত রক্ষি বাহিনী সূত্রে জানা যায়, সোমবার বিএসএফের ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানদের কাছে সূত্র মারফত খবর আসে আগরতলা থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতাগামী বাসটির মধ্যে সোনা আছে। বাসটি বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে আসতেই বিএসএফ তল্লাশি শুরু করে। বিএসএফ জানিয়েছে, 'তল্লাসিতে বাসের লাগেজ বগির ভিতর থেকে ৩০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। যার ওজন প্রায় সাড়ে তিন হাজার গ্রাম। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। ধৃত বাসচালক মহম্মদ ফারহাদ ও সহচালক মহম্মদ উমর ফারুক বাংলাদেশের বাসিন্দা। ধৃতদের উদ্ধারকৃত সোনাসহ পেট্রাপোল শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।' ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার (সিও) বলেন, 'জেরায় জানা গিয়েছে, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরে এই ধরণের চোরাচালানের কাজে জড়িত। তবে সীমান্তে চোরা চালান বন্ধে বিএসএফ প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে অপরাধে জড়িতরা প্রায়শঃই ধরা পড়েছে।'

বিজেপি নেতাদের প্রবাস যোজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে ৩ টি বিধান সভার বিষ্ণুপুর, বজবজ, মহেশতলার সমস্ত মণ্ডল কার্যকর্তাদের নিয়ে বিজেপি জেলা কার্যালয়ে, বজবজ সবিতা চৌধুরীর বাড়ি, মহেশতলা বিজেপি কার্যলয়ে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে অঞ্চল শক্তি কেন্দ্র ও বুথ ধরে ধরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেতা পঞ্চায়েত প্রভারী

হরি কৃষ্ণ দত্ত, ইনচার্জ রনদেব মজুমদার, যুগ্ম ইনচার্জ প্রতিম দত্ত। জেলা কনভেনার নিতিশ মণ্ডলসহ সকল অফিস বেয়ারার সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, চিত্তরঞ্জন গায়েন, অসিত বাগ, সবিতা চৌধুরী, দীপক হালদার, সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ সরদার গৌতম প্রামানিক, চৈতালী হাতী, সম্পাদক তমোনাশ ভৌমিক, বিশ্বজিত খাঁ তৎসহ বিধাসভার কনভেনার ইনচার্জ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

গুমা স্টেশন রোডের শোচনীয় অবস্থা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

উত্তর ২৪ পরগণার গুমা স্টেশন রোডের অবস্থা বর্তমানে অতি শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। সংবাদে প্রকাশ, গুমা ষ্টেশন রোড এই অঞ্চলে অন্যতম প্রধান সড়ক এবং ইহার দৈর্ঘ্য ২ মাইল। বিগত বন্যায় এই সড়কটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রকাশ, সম্পূর্ণ সড়কটি ভেঙ্গে গেছে, স্থানে স্থানে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে এই রাস্তাটি যানবাহন ও লোক চলাচলের একেবারে অযোগ্য বলে খবর পাওয়া গেছে। এই পথে দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। সম্প্রতি একটি সাইকেল রিক্সা উলটে যায় এবং এক আসন্ন প্রসবা রমণী গুরুতর আহত হন। স্থানীয় অধিবাসীগণ সড়কটি মেরামতের জন্য পি, ডব্লিউ, ডি ও বি, ডি, ও নিকট বহু আবেদন করে ব্যর্থ হয়েছেন। এ বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৩, ১লা মাঘ, ১৩৭৯, সোমবার

মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ সভাধিপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ জানুয়ারি বিকালে সিউড়ি পৌরসভার কাউন্সিলরদের নিয়ে মিটিং করেন বীরভূম জেলাপরিষদ সভাধিপতি তথা সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। এই মিটিং ঘিরে তৈরি হয়েছে জল্পনা। সিউড়ি পৌরসভার পুরপ্রধান অঞ্জন কর বলেন, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাউন্সিলরদের যুক্ত করার জন্য এই মিটিং। ডিএসএ প্রেসিডেন্ট জেলাশাসক। সভাধিপতি বিষয়টি দেখছেন। সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে দিদির সুরক্ষা কবচ। সেই নিয়ে আলোচনা হলো। ১৪ কাউন্সিলারের অভিষেক ব্যানার্জীকে চিঠি দেওয়ার বিষয়ে মন্তব্য কৌশলে এড়িয়ে যান সভাধিপতি এবং পুরপ্রধান। সিউড়ী ইনডোর স্টেডিয়ামের জায়গা কমিয়ে মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ করার তোড়জোড় করছিল ডিএসএ। ১০ জানুয়ারি বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধান রায় এবং বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি তথা সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী পরিদর্শনে গিয়ে নির্মান কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন। বিকাশ বলেন, এখানে নির্মান হলে সৌন্দর্যায়ন এবং মানুষের যাতায়ত করতে অসুবিধা হবে তাই বন্ধের নির্দেশ দিয়েছি। অনুমতি না নিয়ে নির্মান হচ্ছিল বলে মেনে নেন সভাধিপতি। সিউড়ি পৌরসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছে ১৪ জন তৃণমূল কাউন্সিলর। ১৯৪৯ সালে হেতমপুরের রাজা খেলাধুলা করার জন্য বীরভূম জেলার তৎকালীন জেলাশাসককে একটি জায়গা দিয়েছিলেন। বর্তমানে সেটি সিউড়ি পৌরসভার ষোলোনং ওয়ার্ডে অবস্থিত। সেখানে সিউড়ি পৌরসভা বিয়াল্লিশটি দোকানঘর নির্মানের সিদ্ধান্ত নেয়। তাতেই আপত্তি জানায় ১৪ জন তৃণমূল কাউন্সিলর। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীকে চিঠি দিয়েছে এই ১৪ জন তৃণমূল কাউন্সিলর।

তৃণমূল কাউন্সিলারের বাড়িতে হামলা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তোপ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ জানুয়ারি রাত্রি এগারোটা নাগাদ সিউড়ি পৌরসভার একুশনং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুকুমার মালের বাড়ির দরজায় হামলা গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠলো দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আতঙ্কিত কাউন্সিলর। কাউন্সিলর বলেন, হামলার কথা দল, বিধায়ককে জানিয়েছি। হামলাকারীরা একটি স্কুটার,দুটো মোটরসাইকেলে এসেছিল। ডিএসএ নির্মানের প্রতিবাদে অভিষেক ব্যানার্জীকে চিঠি দিয়েছিলাম তারজন্য হামলা হতে পারে। কাউকে চিনতে পারি নি। সিউড়ি শহর বিজেপি সভাপতি সুনয়ন ভান্ডারী বলেন, এটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। নির্মান কাজ বন্ধ হওয়ার ফলে তোলাবাজি কাটমানি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে এরকম ঘটনা ঘটছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১০ জানুয়ারি পরিদর্শনে গিয়ে সিউড়ি ইনডোর স্টেডিয়ামে মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীকে চিঠি দিয়েছিলেন সিউড়ি পৌরসভার ১৪ জন তৃণমূল কাউন্সিলর।

প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় রদিপুর গ্রামের এক পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে আটশো পিস জিলেটিন স্টিক, দুই ব্যাগ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, তিন হাজার ডিটোনেটর উদ্ধার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

মিড-ডে-মিলে সাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ জানুয়ারি ময়ূরেশ্বর ২নং ব্লকের দাসপলসা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত মন্ডলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিলের খাবারে সাপ। সেই খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে বমি করে পড়ুয়ারা। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায়। একটি মোটরবাইকে ভাঙচুর চালায়। বিডিওকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে রাখে। অসুস্থ পড়ুয়াদের দেখতে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান দীপঙ্কর চক্রবর্তী, সঞ্জীব মল্লিক, অমিতাভ সিং,সুশান্ত মন্ডল সহ সিপিএম নেতৃবৃন্দ। অসুস্থ পড়ুয়াদের দেখতে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ চেয়ারম্যান ড: প্রলয় নায়েক। প্রধান শিক্ষক নিমাইচন্দ্র দে-কে শোকজ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৪ জানুয়ারি – ২০ জানুয়ারি, ২০২৩

হিমালয় বিপর্যয়

প্রচলিত বাংলায় একটি কথা ভাষা রয়েছে 'খোদার ওপর খোদগারি'। প্রকৃতির ওপর নির্বিচারে অবিচার করলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবেই। এটি সর্বকালেই সত্য। দেবভূমি হিমালয় যুগে যুগে সাধু, ভ্রমণ পিয়াসী পর্যটক ভক্তদের সমাগম হয়ে থাকে। কেদারনাথ বদ্রীধামের মতোই অজস্র ধামে মানুষ বিভিন্ন সময়ে এসেছে এবং নিজেদের ভক্তি উজাড় করে দিয়ে গিয়েছেন তারা। বহু কষ্ট স্বীকার করে মানুষ অমরনাথ কিংবা কুম্ভ মেলা বা গঙ্গাসাগরে গিয়ে থাকেন। অমৃত কুম্ভের সন্ধানে মানুষ কেন যায় এ প্রশ্ন যুগে যুগে।

বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে যেমন এগিয়ে নিয়ে গেছে , জীবনদায়ী ওষুধ থেকে শুরু করে কৃষি থেকে মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণা অব্যাহত আছে । পরমাণু বোমার বিভৎসতা যেমন বিশ্ববাসী দেখেছে তেমনি পরমানু শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন মানবসভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছে অনেকটা। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিকে ঢাল করে ক্রমা অবৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তা এবং প্রকৃতির ওপর খবরদারি করার মানসিকতা মানব সভ্যতার ওপর কালো ছায়া বিস্তার করেছে।

ভারতের উত্তরে বিস্তৃত হিমালয় দেশের নিরাপত্তার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যে ভরিয়ে রেখেছে। পর্যটনের থেকে অতিরিক্ত মুনাফা আদায়ের লক্ষ্যে বারংবার হিমালয় আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রকৃতির অরণ্যকে ধ্বংস করে শুধু বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি নয় ভবিষ্যতের দুঃসহ সময়কেও ডেকে আনা হচ্ছে। উত্তর পূর্ব ভারতে বিশেষ করে অসমে প্রচুর প্লাইউডের কারখানা গড়ে উঠেছিল অরণ্যকে ধ্বংস করে। এখনও মেঘালয় শিলং-এর পথে পাহাড়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শুধু মাত্র পাথর সংগ্রহ নয় অজস্র দোকান ও হোটেল তৈরির প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কয়েক বছর আগে উত্তরাঞ্চলে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে কেদার বিপর্যয় ভারতবর্ষের স্মৃতিতে অমলিন। জানা গিয়েছে, জল বিদ্যুৎ স্থাপন কল্পে ধরিত্রীদেবীর মন্দির অপসারণ করা হয়েছিল অন্যত্র। হিমালয়ের ভঙ্গুর পাহাড়ি অঞ্চলে ভারসাম্য র অভাব বিপর্যয়ের সূচনা করেছিল। অতীতেও মেঘ ভাঙা বৃষ্টি ঘটেছে। কিন্তু তৈরির বৃষ্টি, জলাধার ফেটে বেড়িয়ে পাহাড়কে প্লাবিত করে। অতীত থেকে কোনও শিক্ষাই নেয়নি বা বোঝা গেল সম্প্রতি জোশি মঠ ও কর্ণ প্রয়াগের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখে। অতীতকালের ঐতিহ্যবাহী জোশি মঠের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটার জন্য একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ। বিস্ফোরণের কম্পনে এলাকায় ফাটল ধরেছে এবং হিমাচল প্রদেশের সরকার অধিবাসীদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে তৎপর হয়েছে। 'উন্নয়নের জোয়ারে' যখন মানব জীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে তখনও সরকার নির্বিকার থাকে। একমাত্র যখন প্রাণহানির ঘটনা ঘটে তখনই লক্ষ করা যায় 'সরকারি সহানুভরতির'।

দেশের নিরাপত্তা ও অধিবাসীদের জীবনযাত্রাকে সহজ করতে ডিনামাইট চার্জ করে রাস্তা তৈরি কিংবা গাছপালা কাটার ঘটনা যতটা গুরুতর নয় যতটা হিমালয়ের বুকে টানেল করতে গিয়ে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় সে কম্পনের মাত্র ভয়ংকর ক্ষতিকর। সম্প্রতি জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও কার্শিয়াং অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, হোটেল, গৃহ নির্মানের কারণে আগামী দিনে ব্যাপক ধ্বংসের মুখোমুখি হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন হিমালয়ের ব্যাপারে সরকার যত্নবান না হলে ভবিষ্যতে ভারতের উত্তরাভাগ বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে।

হিমালয় এক সময় জেগে উঠেছিল টেথিস সাগরের বুক ফুঁড়ে। অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরিয়ে দিয়েছে কিন্তু মানুষের লোভ সেই হিমালয়কে সংরক্ষিত না করলে হয়তো ভবিষ্যতে ভারতের মানব প্রজাতিকে 'সংরক্ষিত' করতে হবে। হিমালয়ের কৃষ্টি সংস্কৃতি এদেশেরই অঙ্গ। প্রশাসন এই সত্য যত দ্রুত অনুভাবন করবে ততই মঙ্গল।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

সাপ-কাক রূপে বসবাস করে। বাসনা-জর্জর এই দেহ-বৃক্ষকে উচ্ছিন্ন করা দুষ্কর। দুষ্কর্মরূপিনী দুষ্টা স্ত্রী এবং দুঃখরূপ সদা ক্রন্দনশীল বালকের মত এস দেহগৃহ অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন। আমি এমন দেহ অভিলাষ করি না, বরং দেহের প্রতি আমি সাতিশয় বিরক্ত। এই দেহ, রাজ্য, শ্রী, বিষয়কর্ম প্রভৃতির উপযোগিতা কি? অমোঘ কাল স্বল্প সময়ে এই দেহ গ্রাস কর। কোন বুদ্ধিমান মানুষ এহেন শরীরে আস্থাবান হবে? দুর্বল মানুষ আমি পঙ্কপতিত হস্তীর মত এই দেহ হতে আত্মোদ্ধার কিভাবে করব? আজন্ম নানা উপাদেয় খাদ্য পানীয় গ্রহণ করেও এই দেহ জড়া-ব্যাধি-মৃত্যুতে ধ্বংস হয়ে যায়। অসার সুখ-দুঃখের অনুভব সত্ত্বেও এই দেহ লজ্জিত হয় না। মহাত্মাগণ অসংখ্য দেহ মধ্যে একমাত্র বিবেকী দেহকেই মানবশরীর বলে উল্লেখ করেন। তাঁরাই একমাত্র কৃতকৃত্য হয়ে আনন্দে জীবন ধারণ করেন। অনিত্য শরীর কোথা হতে উদ্ভূত, কোথায় এর বিলয়, তা জানা দুষ্কর। এমন যে দেহ, তার প্রতি ধিক্কারযোগ্য মত্ত মানুষই আস্থাবান হয়। এই নশ্বর দেহে যে মোহিত হওয়া, তা বড় আশ্চর্যের। আমি এই শরীরে বিন্দুমাত্র আস্থাবান নই।

রাম বললেন,- তরঙ্গবহুল সংসারসাগরে জন্মগ্রহণ করে শিশু জীবন খুবই কষ্টকর ও দুঃখকর অবস্থা। অক্ষমতা, তৃষ্ণা, বাক্যদুর্বলতা, মোহগ্রস্ত বুদ্ধি, চাঞ্চল্য ইত্যাদি শিশুকালে সদা সঙ্গী। মৃত্যুর চেয়েও কষ্টকর এই অবস্থা। প্রগাঢ় অজ্ঞানতা , ভয়, ক্রোধ, চাপল্য ইত্যাদি দোষ থাকা সত্ত্বেও মূর্খ বাল্যকালকে রমণীয় মনে করে, তাকে ধিক্। মন্দবুদ্ধি, সদা চাপল্য মঙ্গলসাধনে অপারগতা কিভাবে সন্তোজনক হতে পারে?

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

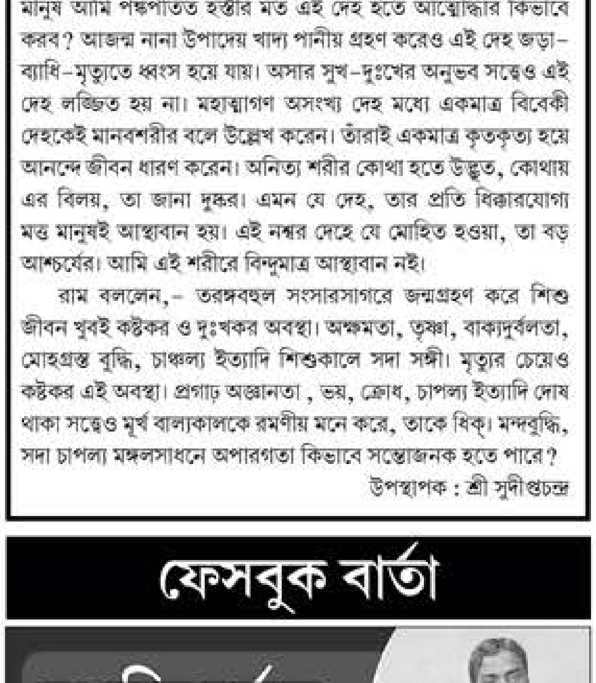

নিত্যানন্দ কাঠের মূর্তি, বিবেকানন্দ ছবি মাত্র

নির্মল গোস্বামী

আমরা যখন কোন দ্রব্য কিনি তখন প্যাকেটের গায়ে তৈরির তারিখ আর মেয়াদ কত দিন আছে তা দেখে নিই। ইংরাজিতে বলে এক্সপ্যায়ারি ডেট। কোম্পানির দেওয়া তারিখ পার হওয়া খাদ্য খেলে তা পুষ্টি পোষণ যেমন হয় না, তেমনি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ খেলে রোগ সারে না। উপরন্তু রোগ বেড়ে যাবার বা অন্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি কেউ ওষুধ খাচ্ছে অথচ রোগ সারছে না এই রকম পরিস্থিতিতে পড়ে, তাহলে প্রথমেই সে খোঁজ করে দেখে ওষুধের গুনমান ঠিক আছে কিনা। মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ সাধারণ ওষুধ দোকান থেকে বিক্রি হয় না। কিন্তু মেয়াদের তারিখ ঠিক আছে অথচ রোগে কার্যকরি হচ্ছে না, তখনই সন্দেহ জাগে ওষুধ জাল নয় তো। আমাদের দেশে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ পুনরায় নতুন করে লেবেল লাগিয়ে বাজারে বিক্রি করা হয়।

আমরা জানি এই জগতে একমাত্র সদ বস্তু হল ব্রহ্ম, বাকি সব অসদ অর্থাৎ ধ্বংসশীল। জন্ম-মৃত্যু এই চক্রে আবর্তিত হচ্ছে প্রাণী থেকে বস্তু জগৎ। এখানে চিরস্থায়ী কোন কিছু নেই। কাল স্রোত বহে চলে-কালের সাথে সাথে অনেককিছু ভেসে যায়। মানুষের দিন যাপনের ধারা, চিন্তা ভাবনা আদর্শ সব পাল্টে পাল্টে যায় যুগের প্রয়োজনে। দ্রব্যের মতো সমাজে আদর্শের জন্ম-মৃত্যু আছে। যাকে অনেকে যুগ ধর্ম বলে অভিহিত করে থাকেন। ভগবান স্বয়ং বলেছেন সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই। ফলে ভগবান একবার আবির্ভূত হয়ে ধর্ম প্রচার করলেন আর আহবমান কাল ধরে মনুষ্য সমাজকে সেই ধর্ম পথ দেখাবে সেরকমটা হয় না। আদর্শের জন্ম মৃত্যু আছে একথাটা তত্ত্বগত ভাবে আমরা মানি এবং ইতিহাসও তার সাক্ষ্য বহন করে আসছে। কিন্তু কেমন করে একটা জীবন্ত আদর্শ ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে অকার্যকরী হয়ে পড়ে তা অনুভব করাটা বিষম সমস্যা।

বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার মানুষের জীবনে এবং মননে দ্রুত পরিবর্তন আনছে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধও পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। আমাদের রাজ্যের বর্তমান অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করলে এই পরিবর্তনটা চোখে পড়ে। বিশদে বলার প্রয়োজন নেই। রাজ্য সরকারের যা দুর্নীতি সামনে আসছে তা বোধ হয় স্বাধীন ভারতে আর কখনও কোন রাজ্যে হয়নি। অথচ সেই দল ভোটে জিতে যাচ্ছে। এর পিছনে কারণ যাই থাকুক না কেন, মানুষের মূল্য বোধ যে পাল্টে যাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে। রাজনীতিতে প্রকাশ্যে দুর্নীতি আগে মানুষ সহ্য করত না। এখন যেন দুর্নীতি মানুষের গা-সওয়া হয়ে গেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে রাজনীতিতে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়ে গেছে।

তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও বিগত ১০০ বছরের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কিন্তু সভ্যতা যত এগিয়েছে মানুষ ততই যেন ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছে। পারিবারিক বন্ধন আজ শিথিল হয়ে পড়েছে। যৌন সম্পর্কের বন্ধনে পরিবার আবদ্ধ থাকত। এখন সেই যৌন সম্পর্কও স্থায়ী নয়, তা ক্ষণ-ভঙ্গুরে পরিণত হয়েছে।

ঠিক সেই পথেই কি চলেছে আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ? এখানে ধর্মের ধ্বজা উড়ানো বহু প্রতিষ্ঠান আছে। বহু আশ্রম, মঠ, মন্দির আছে যেখানে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনার স্রোত বহে চলে অবিরাম। যাঁরা দিকপাল ধর্ম প্রচারক ছিলেন, বর্তমানে তাদের শিষ্যরা প্রশিক্ষিত ভক্ত সংখ্যাতীত ভাবে বেড়েছে। ১ জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটী, বেলুড়মঠ ও দক্ষিণেশ্বরে তিল ধারণের স্থান থাকে না। প্রভুপাদের ইসকন মন্দিরের বড় দিনের ভিড় আমাদের যে কোন বড় দুর্গাপুজো প্যান্ডেলের ভিড়কেও লজ্জা দেবার মতো। এতো সাধু, এতো মঠ, এতো মিশন, এতো মন্দির, এদের মিলিত ভক্ত শিষ্যের সংখ্যা কয়েক কোটি হবে। ঘরে ঘরে মহোৎসব, ঘরে ঘরে কালীপুজোর উৎসব পালিত হয়। ধর্ম যদি আমরা মেনে চলতাম তাহলে আমরা বাঙালিরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারতাম। কিন্তু বর্তমানে অত্যন্ত নিম্নমানের জাতিতে পরিণত হওয়ার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। এই বৈপরীত্য কেন? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধের নতুন লেবেল লাগিয়ে দেওয়ার মধ্যে। ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু রোগ সারছে না।

তবে কি প্রচলিত ধর্ম আমাদের মনের উপর ক্রিয়া করতে ব্যর্থ! নাকি আমাদের মনের সংবেদনশীলতা নষ্ট হয়ে গেছে? আমাদের মনের পিছনে আর একটা মন আছে যা আমাদের তথাকথিত মনকে চালনা করে তাকে 'বিবেক' বলে। মানুষের বিবেক অসুস্থ হলে তাকে এবং সমাজমননকে যুগে যুগে সুস্থ করে এসেছে ধর্মের বটিকা।

মধ্য যুগে আর আধুনিক যুগে বাংলায় ১২ জানুয়ারি দুই মানব জন্মেছিলেন। নিত্যানন্দ আর বিবেকানন্দ। উভয়েই কলিত ধর্মের চর্চা করে নিজ নিজ যুগে সমাজ প্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। যুগোপযোগী শিক্ষা, সাংস্কৃতি এবং ধর্মকে সংস্কৃত করে সমাজ মননকে প্রভাবিত করেছিলেন। সেই ধর্ম, সেই শিক্ষা, সেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ আজ বর্তমান অনেক ক্ষেত্রে তা বেড়েছে। কিন্তু সমাজ মননে তা আজ আর দাগ কাটতে পারছে না।

এর দুটো কারণ হতে পারে, এক যাঁরা প্রথম পর্যায়ে ধর্ম প্রচার করেন তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি এতো বেশি থাকে যে মানুষকে সহজেই আকর্ষিত করে তার মনের পরিবর্তন করে দেয় সহজেই। ঠিক যেমন চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। আবার দীর্ঘদিন লোহা চুম্বক সংস্পর্শে থাকতে থাকতে চুম্বকে পরিণত হয়। ধর্ম প্রবর্তকদের শিষ্য প্রশিষ্যদের সেই স্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি বা সাধন শক্তি থাকে না। অনেকটা ক্রমে ক্রমে নিময়তান্ত্রিকতায় মগ্ন হয়ে পড়ে তাঁরা। বর্তমানে সমস্ত ধর্মের মধ্যেই এই চিত্র দেকা যাচ্ছে। পুজো অর্চনা, নামগান আর ভোগরাগেই ব্যস্ত গুরুরা। মানুষ গুরু করণ করছে, আশ্রমে যাচ্ছে। কিন্তু সমাজ জীবনে তার ছাপ পড়ছে না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা ধর্ম ক্রমেই কার্যকারিতা হারাচ্ছে।

অথবা আর একটি কারণ হতে পারে তা হলে ধর্মের কার্যকারিতা ঠিক আছে। কিন্তু তার প্রয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে গেছে। মানুষ আজ আর সামাজিক মানুষ নন। একক অস্তিত্ব বজায় রাখায় মরিয়া মানুষ। তাই ধর্মকে স্থান দিয়েছে নিতান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে। ধর্মের কোন সামাজিক পরিসর আজ আর নেই। আমি মনে মনে ঈশ্বর মানি। বিবেকানন্দের ভক্ত। কিন্তু আমার হাতে যখন ক্ষমতার ভার এলো তখন দুর্নীতির পক্ষে সাফাই গাইলাম। তাতে আমার রাজনৈতিক সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়ল। কিন্তু ধর্ম পরিচয় গোপন রইল। গোপনে ঠাকুরের চরণে প্রণাম জানালাম। ঠাকুর নির্বিকার। বিবেকানন্দ ছবি মাত্র। নিত্যানন্দ কাঠের মূর্তি। তাঁদের শিক্ষা এ যুগে অচল। কলসীর কানা মারলে এ যুগের পাথর ছুড়ে মারতে হয়। শিবজ্ঞানে জীব সেবা নয়। বিরোধীদের শত্রু জ্ঞানে ধ্বংস কর- যাতে তারা আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। ব্যক্তিগত স্তরে ধর্মকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধর্মের কার্যকারিতা কমে যাচ্ছে। বিবেকানন্দ সাধারণ বিবেককে আর বোধ নয় নন্দিত করে না এবং নিত্যানন্দ প্রভু ও মানুষের মনে নিত্য নিত্য আনন্দদান করতে অক্ষম হয়ে পড়ছেন বোধহয়।

হবে না সত্য দৈত্যমুক্ত, হবে না প্রতিবিধান? ভগবান ভগবান !

অমিতাভ সেন

স্বামী বিবেকানন্দ ইতিহাসকে রসসিক্তিত সাহিত্য বলেছেন। ইতিহাস আর History সমার্থক নয়। ইতিহাস শব্দের অন্বয় ইতি-হ-আস, অর্থাৎ অতীতে এইরূপ ছিল। এটি একটি নিশ্চয়াত্মক Assertive শব্দ। কোনো একটি ঘটনা, তার পৃষ্ঠপট বিশ্লেষণ এবং বিস্তার, মনস্তাত্ত্বিক দর্শন অর্থাৎ চোখের বাইরের অবাঙ্মনসোগোচর হরাইজন ও রামধনু চোখের আলোয় দেখাবার স্বর্গীয় প্রয়াস ইতিহাস রচনায় আছে অপরদিকে History কেবলমাত্র Running Com-mentry এর বাস্তবতা। পার্থক্যটা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যায়। পিতৃ সত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনবাস পর্বে রয়েছেন চিত্রকূটে। অনুজ ভরত মহারাজ এসেছেন বুঝিয়ে দাদাকে ফেরৎ নিয়ে যেতে। বিফল হয়ে দাদার পাদুকা মাথায় করে অযোধ্যা ফিরেছেন। ১৪ বছর একই কৃচ্ছতা সাধন করেছেন। দিনে একবার স্বপাক ভোজন, কুশশয্যায় শয়ন। সে বর্ণনা মহাকবি বাল্মিকী করেছেন। রামচরিত মানসএ তুলসীদাস লিখেছেন তার সংগে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন ভরত মহারাজ অগ্রজ প্রত্যাবর্তনের আগেই। অপরদিকে শাজাহানএরও চার পুত্র ছিল। সর্বকনিষ্ঠ ঔরঙ্গজেব আগের তিনজনকে খুন করেছে। দারাশিকোর মাথা থালায় চাপিয়ে আগ্রায় বন্দী বুড়ো বাপকে দেখিয়ে ওস্তাদি দেখিয়েছে। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির হিস্টোরিয়ান মহম্মদ হাবিব (ভারতভাগের উগ্রসমর্থক) ও তার পোনা হিস্টোরিয়ন ইরফান যতটা সম্ভব এ ঘটনা গোপন করার চেষ্টা করেছে। আসল সত্য উদঘাটন করেছেন ঐতিহাসিক প্রাতঃস্মরণীয় স্যর যদুনাথ দরকার। ইনি সংস্কৃত, পালি, ইংরেজী, ল্যাটিন, উর্দু, আরবী, ফারসী বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। সুলতানী আমল থেকে মোগল আমল পর্যন্ত জেহাদি মানসিকতা সনাতনী ভারতের কতো সর্বনাশ করেছে তিনি তা দেখিয়েছেন। হিন্দুস্তান দারুল এ হারবে, তাকে দারুল এ ইসলামে পরিণত করতে হবে জেহাদি শাসনতন্ত্রের এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তাঁর গবেষণা কর্ম সারা পৃথিবীতে সমানভাবে আদৃত। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর্বে পরপর পাঁচজন স্যাভো স্যেকুলার শিক্ষামন্ত্রী এবং গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া নেহরু সনাতনী যদুনাথ-রমেশচন্দ্র ধারার ঐতিহাসিকদের কলম বন্ধ করার চেষ্টা করে গেছে। এমনকি যদুনাথের বসতবাটি দখল করে ন্যাশনাল রেকর্ডস অফিসে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল, যার বিরুদ্ধে স্যর যদুনাথকে বিধান রায়ের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল; কেননা তাঁর জীবৎ কালেই একমাত্র কন্যা পরলোক গমন করে। তাঁর কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না (প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি স্যর যদুনাথ অত্যন্ত তল্লীন গবেষক ছিলেন। কতোটা আত্মমগ্ন? তাঁর মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন। সেই দলে ছিলেন ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ। স্যর যদুনাথ তখন একটা পার্শিয়ান পুঁথি পড়ছিলেন। শুধু একবার চোখ তুলে চাইলেন। বললেন- ওহ ঘটনাটা আপনারাও জেনে গেছেন? তারপর আবার পুঁথির পাঠে তলিয়ে গেলেন। আরেকটি ঘটনা : তখন প্রত্যেক ব্যক্তির নামে রাশন কার্ড ইস্যু হচ্ছে। তাঁর কেয়ার টেকার জানালো কার্ড হোল্ডারকে নিজে গিয়ে পাড়ার র‍্যাশন অফিস থেকে সই করে নিতে হবে। যদুনাথ হাতে কাচা ধুতি, ফতুয়া, বিদ্যেসাগরী চটি পড়ে র‍্যাশন অফিসে এলেন, সঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। জাবদা খাতায় সই করলেন সামনে উপাধি SIR, রেশন কর্মচারী বললো বানানটাও ঠিকমতো লিখতে পারেন না, তো টিপসই দিলেই পারেন। বলে কেটে SRI করে দিল। নীহাররঞ্জন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। SIR তাঁর পিঠে হাত দিয়ে নিরস্ত্র করলেন। বললেন, মাঝে মাঝে অপণ্ডিতের অশেষ আস্ফালন উপভোগ করতে হয়। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে দুর্বলের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন। স্বাধীনতার পর কয়েকদশক ভারতবর্ষ দুর্বলের ক্ষুদ্র আস্ফালন সহ্য করে এসেছে। এর মূর্তিমান প্রতিবাদ ছিলেন ধীমান স্বয়ংসেবক বৃন্দ। কিন্তু গান্ধী বধের অপবাদ আর এস এস এর গায়ে অন্যায়ভাবে লাগানো হয়, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বরি করে দেওয়া সত্ত্বেও। ১৯৬৪ সালে দেশ চালাবার সবচেয়ে অনুভবীযোগ্য নেতৃত্ব ছিল জনসঙ্ঘের। কিন্তু হা হতোস্মি! যাক সনাতনী আদর্শের অনুগামী লালবাহাদুর, মোরারজী, গুলজারিলাল পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন। তারপর ক্রমাগত ধ্বস। মাঝে অটলজীর (NDA) ছয় বছর ছাড়া ভারতবর্ষের অশনি পর্যায় চলেছে যা চরমতম অবস্থায় পৌঁছেছে UPA আমলে। এখন পুনরাগমনায় চ! দেশবাসীর বিশেষতঃ নব প্রজন্মের সনাতনী মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ বেড়েছে। শ্রীগীতা সারা পৃথিবীতে সমাদৃতা, বহু দেশের পাঠ্য পুস্তক (মাধ্যমিক লেভেলে) হিসাবে অবশ্য পাঠ্য (Com-pulsory) শুধু ভারতে নয়। সংবিধানের ৩০ ও ৩০এ এর দাপটে সনাতনী আদর্শ প্রচার করা যাবে না। শুধু আগ্রাসনবাদী আব্রাহমিক (ইসলামিক ও ক্রিশ্চিয়ানিটি) কনভারসন চলেছে গত শতকের কয়েক দশক ধরে। অর্থ, চাকরি, উপহার প্রভৃতির প্রলোভন দেখিয়ে কনভারসন তো করিয়ে দেওয়া গেল, তারপর অলীক স্বর্গ সুখের স্বপ্ন দেখানো আর সেই জনপদকে তার মূল সত্তা থেকে সরিয়ে আনার অপপ্রয়াস। এই সত্তা খোয়ানোর অন্তর্দাহ যে কতো মারাত্মক তার বহিঃপ্রকাশ আমি আমার কলেজ জীবনে (৬০ দশকের শেষ পর্বে) অনুভব করেছিলাম। তখন বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন মার্কাস স্কোয়ারে হতো। সেবার বাঙলা ঢোলের রাজা ক্ষীরোদ নট্ট এর জীবৎ কালে শতবর্ষ পালন করা হচ্ছিল। তাঁকে পালকী করে মেলা প্রাঙ্গণে আনা হয়। উদ্বোধন/আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানের পর পুরুলিয়ার আদিবাসী সম্প্রদায় দুটো গান করে। গানের বিষয় ছিল মথিকথিত সুসমাচার ইত্যাদি যাতে না ছিল প্রাণের উচ্ছ্বাস, না সুরের পারম্পর্য্য, কাঠপুতলীবৎ ছিল সেই ক্রিশ্চিয়ন ভাব প্রচারের নিবেদন। তাদের অনুষ্ঠানে সাময়িক বিরতি দেওয়া হলো, কেননা শতজীবি ঢোলের মহারাজকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করানো যাবেনা। ক্ষীরোদ নট্ট মহোদয় বিলম্বিত থেকে দ্রুত লহরা ঢোলে তুফান তুললেন, সহযোগী ছিলেন দৌহিত্র রাধাকান্ত নন্দী। আমি মঞ্চের পাশেই একঘেরা জায়গায় (গ্রীনরুম)এর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। শুনছি সেই আদিবাসী দলের সর্সার বলছে- ই সোব গানে হবেক লাই। ওই বুড়া কীরম ঢোলকী বাজাইছে দেকিচিস্, ঝড় উঠচে যীরম গজি ঘেনা গজি ঘেনা চিক্কা খিজং উরম তালে লাচতে হবেক। তারপর বাঁশি, মাদল, ধামসা বাজিয়ে সাঁতালী সুর তালে তাদের চিরন্তনী মারাং বুরু, হয় দিকু বিষয় নিয়ে প্রাণের ছন্দে নৃত্য সহ যে গান পরিবেশন তারা করলো তা এক কথায় অনবদ্য। নট্ট মহোদয় মঞ্চের সামনে বসে সমস্ত সাঁওতালি অনুষ্ঠান শুনলেন। তারপর শচীন কর্তার অনুরোধে ঢোল সংগত করলেন আমি তাকদুম্ তাকদুম্ বাজাই। এর সঙ্গে মনের স্মৃতি কোঠায় রয়ে গেল সাঁওতালি শেষ গানের একটা ধুয়ো : হেথায় তুরে মানাইছে না রে। (প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনএর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অভিঘাত দুটো বাংলা কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায়। একটি তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা, অপরটি খুলু খুলু গাঙাগুলু, কুলু কুলু সাকিন খিনা, মহারাজ, মনে পড়ে না?)

লুথেরান সার্ভিস, স্যালভেসন আর্মি, টেরিজা কোম্পানীর এই দৌরাত্ম্য প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে মোরাজী দেশাই অনুভব করেছিলেন। মৈরাং-এর কাছে তার বিমান একবার ক্রাশল্যান্ড করে। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল এটা ভারত না বার্মা। গ্রাম এর মোড়লকে এই প্রশ্ন করেন। সে উত্তর দেয়, উই আর ক্রিশ্চিয়ানস। না না প্রশ্ন সেটা করিনি, বলে প্রশ্নটা রিপিট করেন। সে উত্তর দেয় স্যর উই আর ক্রিশ্চিয়ান ফার্স্ট, ক্রিশ্চিয়ান সেকেন্ড, ক্রিশ্চিয়ান দ্য লাস্ট। এই ভাবে আব্রামিক রিলিজিয়ন ভারত ভূখণ্ডের নর্থ ইস্ট রিজিয়নকে জাতীয়তা ভুলিয়েছে। অথচ ইংরেজরা 'নাগা দ্য হেড হান্টার্স অপবাক্য এই অঞ্চলের আধিবাসীদের সম্বন্ধে প্রচার করে এসেছে। নাগা সম্প্রদায়ের দিল্লির বিরুদ্ধে ক্ষোভএর ফায়দা তোলে বিদেশী এনজিও গুলো। রাণী গুইদালো ছিলেন, শুধু নাগা নয়, সমগ্র উত্তর পূর্বের অবিসংবাদিত (১৯১৫-১৯৯৩) ধর্মীয় নেত্রী। তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নাগাদের আলাদা পার্লামেন্ট ছিল। নেহরু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই পার্লামেন্টকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কোথায়? হোল না। ৫০ দশকে নেহরু বিভিন্ন জনসমাবেশে এক দেড় ঘন্টা লেকচার ঝাড়তো। জনগনকে মুখ বুজে শুনতে হতো। উত্তরপূর্ব এইরকম একটা সমাবেশে নেহরু নাগাদের সম্বন্ধে কোনও আশ্বাস পঞ্চাশ মিনিট বক্তৃতাতে দিলে না। মানুষ হতাশ হয়ে লেকচারের মধ্যেই সমাবেশ ছেড়ে চলে গেল। এত স্পর্ধা। নেহরু অপমানে ক্ষোভে দিল্লি ফিরেই AFASPA জারী করে দিল। নাগা নেতারা (NSCN) আন্ডারগ্রাউন্ড চলে গেলেন। পরে এই NSCN ও খাপলাং এবং মুইভা দুই গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। বর্তমানে সব নাগাজনগনকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা গেছে। এই পরাবর্তন ঘর ওয়াপসি কীভাবে সম্ভব হলো- সেটাই একাত্মমানব বাদের মূল উপজীব্য। একাত্মমানববাদের মূলে রয়েছে সনাতন আদর্শ।

এই সনাতন আদর্শকে কখনই চূড়ান্তভাবে Ex-haustively ডিফাইন করা যায় না তবে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ অনুভূতিযোগ্য করার জন্য গুটি কয়েক সাপ্লিমেন্ট সাধারণ মানুষের জন্য দিয়ে গেছেন :

১) একম্ সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি : এক ব্রহ্ম বিরাজমান, বিদ্ধান গণ তাকে বহু ভাবে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজে পরম এক সেই রাজ রাজেন্দ্র রাজা। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবী বলেছেন একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা- একমাত্র আমিই সকল কিছু ব্যেপে রয়েছি- আমার দ্বিতীয় আর কে আছে। অর্থাৎ আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্। প্রায় আক্ষরিক অর্থে ইসলামেও একই কথা বলা আছে- লা ইলহা ইল্লালা।

২) সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম : সবাই এক ব্রহ্ম হতে উদ্ভূত অর্থাৎ সকলের ডিএনএ সমান। পূজা/এবাদৎ পদ্ধতি আলাদা হতে পারে কিন্তু জাতীয়তা একই। সকল বৈচিত্রের মধ্যে একই ঐক্য বিরাজমান।

৩) মিত্রস্য চাক্ষুষা সর্বানিভূতানি সমীক্ষামহে দুর্বল সবল সকলের বেঁচে থাকার অধিকার সেই পরম নেত্র স্বীকৃত। প্রয়োজন পরস্পর নির্ভরশীলতা। সর্বে সুখিন সন্তু/তেজস্বিনা বধিতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। সকলে সুখে থাকুক, সকলের মধ্যে শৌর্য বীর্য তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক বিদ্বেষ দূরে চলে যাক।

৪) ধর্ম রক্ষতি রক্ষতঃ যে ধর্ম রক্ষা করে, ধর্মও তাকে রক্ষা করে। এখানে ধর্ম বলতে এথিকাল্ ভ্যালুস বোঝায়, বিচ্যুয়ালস নয়। অর্থাৎ হিন্দুত্ব, হিন্দুয়ানি নয়। ষড় দর্শনের মধ্যে অনাত্মবাদী সাংখ্য দর্শন ভারতে স্বীকৃত। নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিক্যবাদ সমান্তরাল ভাবে চলে আসছে। বীর সাভারকর নাস্তিক ছিলেন ভারত মাতা তারকাছে একমাত্র পূজ্যা। তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বিবেকানন্দের সেই আহ্বানে যা তিনি দিয়েছিলেন যুব সমাবেশে রামেশ্বরমে। তিনি শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে এর পর সারা বিশ্বে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির জয়ধ্বজা উড়িয়ে ভারতবর্ষে ফেরেন ১৮৯৭ সালে। ২৫ জানুয়ারি স্বামীজী যুবকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান দেন : আগামী ৫০ বছর ভারতবর্ষের সমস্ত দেবদেবী নিদ্রা যান। একমাত্র ভারতমাতা তোমাদের আরাধ্যা হোন। কবে বলেছেন? ১৮৯৭ সালে। কত বছর বলেছেন? আগামী ৫০ বছর। ১৮৯৭ এর সঙ্গে ৫০ যোগ করলে হয় ১৯৪৭, দেশ স্বাধীন হয়েছে- এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। সাভারকর ও অন্যান্য বীরপুত্রদের একমাত্রা আরাধ্যা দেশমাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ি এসেছেন। সময়ের একটু আগেই এসে পৌঁছেছেন। বিদ্যাসাগর মশাই তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শ্রী ঠাকুরকে বিশাল লাইব্রেরী ঘরে বসানো হলো। তিনি ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখছেন। বাঃ বাঃ এতো বই, এতো পুঁথি? হেঃ হেঃ, না হবেই বা কেন। বিদ্যেরসাগর তো সব পড়েছে। কিন্তু শ্রীঠাকুর এর মনে একটা খটকা লাগছে, ঠাকুর দেবতার একটাও ছবি নেই। হঠাৎ দেখেন পড়ার টেবিলে এক মহিলার ছবি এবং তার সামনে একটা টকটকে রাঙা জবা ফুল। তিনি ভাবাবিষ্ট নয়নে ছবির দিকে চেয়ে আছেন। ঠিক সেই সময় বিদ্যাসাগর মশাই ঘরে ঢুকলেন, বললেন ওটা আমার মায়ের ছবি। শ্রীঠাকুর ভাবের ঘোরে বলে উঠলেন, যেখানে মা পুজো পান, সেখানে অন্য কোনো দেবদেবীর প্রয়োজন হয় না।

সুরক্ষা : কলকাতার চেতলা গার্লস হাই স্কুলে মীজলস্‌ ও রুবেলার টিকা দেওয়ার কর্মসূচি শুরু হল। কলকাতা পৌর এলাকার প্রায় আড়াই হাজার স্কুলে প্রায় ১০ লক্ষ শিশু ও কিশোরকিশোরীকে এই ভাইরাস প্রতিরোধী টিকা দেওয়া হবে। চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ছবি – কলকাতা পৌরসংস্থার সৌজন্যে

বঙ্গের কর্মসংস্কৃতি

প্রথম পাতার পর

এর ওপর নেতাগোছের কর্মীরা প্রায়শই হাজিরাটুকু দিয়েই দলীয় মিটিং-মিছিলের অজুহাতে বিনা নোটিশে অফিস থেকে ডুব মারেন। কেউ কেউ আবার দলীয় প্রভাব খাটিয়ে মর্জিমাফিক দপ্তরে আসা-যাওয়ার রেওয়াজে মেতে ওঠেন। কারও কারও হাতে কোনও কাজ না থাকার অজুহাতে মাঝেমধ্যেই দপ্তর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দীর্ঘক্ষণের জন্য গায়ে হাওয়া লাগিয়ে খোশগল্পে মেতে ওঠার নিত্যকার অভ্যাস। তাঁদের এহেন আচরণে অফিসে বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধনে প্রভূত সমস্যাই শুধু হয় না তলে তলে অসন্তোষের বাতাবরণও তৈরি হওয়ায় কর্মসংস্কৃতি লাটে ওঠে। কিন্তু, ওইসব প্রবল প্রভাবশালী কর্মীর মাথায় দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের 'আশীর্বাদি হাত' থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে কারও কোনও অসন্তোষ, অভিযোগ কার্যত ধোপে টেকে না। উপরন্তু, বিরুদ্ধাচরণ কিংবা অসন্তোষের কারণে অনেককে প্রভাবশালী কর্মীদের কোপের মুখে পড়তে হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সরকারের একটা স্বচ্ছ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যখন লাগাতার কর্মসংস্কৃতির কথা ফলাও করে বলেই চলেছেন ঠিক তখনই একশ্রেণির কর্মীরা উল্টোপথে হাঁটাকেই তাঁদের অফিস লাইফের রুটিন, রেওয়াজ বলে মনে করছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া বিধানসভার অন্তর্গত দাঁইহাট পুরসভাতেও কর্মীদের একাংশের রীতিবিরুদ্ধ আচরণের খবর মিলছে যা কর্মসংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকারক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত দাঁইহাট পুরসভায় দীর্ঘদিন ধরে একশ্রেণির কর্মীদের রীতিবিরুদ্ধ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে সুষ্ঠুভাবে কাজের পরিবেশে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। যা নিয়ে পুরসভার অন্যান্য কর্মীরাও বেশ অসন্তুষ্ট। এরকম চলতে থাকায় গত ৯ জানুয়ারি সোমবার বিকেলে দাঁইহাটের পুর চেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায় বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। সেই আলোচনা থেকে একাধিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুর চেয়ারম্যান এ প্রসঙ্গে বলেন, দাঁইহাট পুরসভার কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে অফিসে সময়মতো যাতায়াতে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিলেন কিছু সহকর্মী। অফিসের নিয়ম সকল কর্মীকেই যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। এই শহরের বাসিন্দাদের অনেকেরই অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতৃত্বের মদতে দাঁইহাট পুরবোর্ডে দফায় দফায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে ব্যাপকভাবে স্বজনপোষণের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ হয়েছে। এতে রাজনীতির ছত্রছায়ার বাইরে থাকা অতি সাধারণ গরিব, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। সেই পুরসভার কর্মীদের জনাই কর্মসংস্কৃতির পরিবেশ যখন লাটে ওঠে তখন সেটা সভ্যসমাজের কাছে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত লজ্জার।

বিধায়কের বাড়ি ঘেরাও

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।

অন্যদিকে নিজের বাড়ি ঘেরাও এর ঘটনায় বিধায়ক বলেন, দলের পতাকা নিয়ে যারা আমার বাড়িতে এসেছে তারা আমাদের নিজেদের দলের কর্মী দিদির সুরক্ষা কবজ করা হয়েছে অভাব অভিযোগ জানানোর জন্য, কর্মীদের অসন্তোষ হয়েছে তারা আমার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে অবশ্যই আমি বিষয়টা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানাবো। তবে এমন ঘটনায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে পরল তৃণমূল কংগ্রেস তা বলাই যায়।

জমিচোরের বিরুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

সৌম্যদীপবাবুর দাবি, জাল দলিল চক্রের সঙ্গে সমীর ঘোষ জড়িত আছেন। তবে এখনও পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের উপর আস্থা রাখছেন বলে উল্লেখ করেন।

এ বিষয়ে কাশিমপুর পঞ্চায়েত প্রধান মহ. ইছা জানান, 'ঘটনাটি জানার পরেই তিনি বারাসত ১ ব্লকের বিডিওকে এবং বি এল আর ও –কে জানান। তবে যারা এই অপরাধ করছে, তাদের শাস্তি হোক, তিনি চান। প্রধান বলেন, 'আমার কাছে, যেটা শেষ খবর, তা হল বি এল আর ও-র তরফ থেকে রেকর্ড সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, এগুলো ঘটবে কেন? আজ এটা একটা আশ্রম বলে প্রকাশ্যে এল। হইচই হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের হলে তাকে তো পথে পথে ঘুরতে হবে। আমি আশা করি, আইন আইনের পথেই কাজ করবে।' এ প্রসঙ্গে থানার আইসি জানান, 'দ্রুত এই কেসটি দেখা হবে এবং অপরাধীর শাস্তি হবে।' তবে এরপরও কোনও সুরাহা না হলে বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষ নবান্ন পর্যন্ত যাবেন বলে জানিয়েছেন।

হুঁশিয়ারি প্রশাসনের

প্রথম পাতার পর

সেসূত্রেই, আবাস যোজনার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার পুরোটা আবাসেই ব্যবহার করতে হবে। এই টাকা কিন্তু অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করবেন না। পূর্ব অভিজ্ঞতায় এটা দেখা গিয়েছি। এবার যেন তা না হয়, সেবিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।। আইন মেনে কাজ করবেন। বেআইনি কাজ করবেন। আবাস যোজনার প্রাথমিক তালিকায় ৫ লক্ষ উপভোক্তা নাম ছিল। সার্ভে থেকে ১ লক্ষের অধিক নাম কাটা গিয়েছে। এ জেলায় টার্গেট রয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার উপভোক্তার বাড়ি নির্মাণ করার। স্যাংসন পেয়েছে ১ লক্ষ ১২ হাজার। সময় মতো কাজ শেষ হলে বিডিও ও পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করা হবে।

তিনি বলেন, এবারের আবাস যোজনার অ্যাপ্রুভালটা '২২ – এপ্রিল – মে – তে পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনও কারণে অ্যাপ্রুভালটা এতোটা দেরিতে পাওয়া গেল বলে জানান জেলাশাসক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আগেও পি এম এ ওয়াই প্রকল্পে পাঁচ লক্ষ উপভোক্তা আছে, তার মধ্যে ৪ লক্ষ ৯১ হাজারের বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

নিয়ম ভাঙার খেলায় বাড়ছে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিয়ম ভাঙাটাই যখন খেলায় পরিণত হয় তখন চারিদিকে বাড়তেই থাকে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। আর এই খেলার বাড়বাড়ন্তের জন্য প্রশাসনিক উদাসীনতাকে কোনওভাবেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। আইনের শাসনতো আছেই তবে, সেই শাসনের যথাযথ প্রয়োগ সর্বত্র রক্ষিত হচ্ছে কিনা সেটা গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী। এই আইনের শাসন যথাযথভাবে বলবৎ করার পাশাপাশি রক্ষা করার দায়িত্ব পুলিশ–প্রশাসনের।কিন্তু, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এবিষয়ে সর্বত্র অত্যন্ত গাফিলতি দেখা যাচ্ছে।পুলিশ–প্রশাসনের ঢিলেঢালা মনোভাবের কারণেই একশ্রেণির নাগরিকদের মধ্যে প্রতিনিয়ত 'কুছ পরোয়া নেহি' মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে।আর যার মারাত্মক ফল ভোগ করছে বৃহত্তর সভ্য সমাজের অসংখ্য মানুষ। দিনকয়েক আগেই পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় ঘটে যাওয়া যাত্রীবোঝাই বাস দুর্ঘটনার ভয়াবহ দৃশ্য আরও একবার পুলিশ–প্রশাসনের মারাত্মক উদাসীনতা সভ্য সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সেদিন ভিড়ে ঠাসা একটি বাস দ্রুতগতিতে কাটোয়ায় ঢোকার মুখে সিউড়ি–কাটোয়া রাজ্য সড়কে ন'নগরের কাছে উল্টে যাওয়ার ঘটনায় একজন খালাসি সহ পঞ্চাশের বেশি যাত্রী হতাহত হয়েছে। মৃত দুইজনের বাড়ি কাটোয়ার দুই এলাকায়। কিন্তু, সেদিনের এই বাস দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমানসে বেশ কিছু প্রশ্নের উদয় হয়েছে এবং সর্বাগ্রে আঙুল উঠেছে পুলিশ–প্রশাসনের দিকেই। এমনকি, রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা বাস মালিক সংগঠনগুলির সদর্থক ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ভয়াবহ মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনার পরপরই অসংখ্য মানুষ সোস্যাল মিডিয়ায় পুলিশ–প্রশাসনের উদাসীনতার পাশাপাশি রাজনৈতিক ছত্রছায়ার দিকে চোখা চোখা প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিয়েছেন।এই প্রশ্নবাণ সহ বিস্তর সমালোচনার ঝড় পুলিশ–প্রশাসনকে নিঃসন্দেহে

চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।দেশ–রাজ্যের সর্বত্রই বাসের ছাদে যাত্রী পরিবহণ কড়াভাবে নিষিদ্ধ এবং এই বিধিবদ্ধ নিয়মের কথা পুলিশ–প্রশাসন থেকে শুরু করে বাসমালিক ও কর্মচারী সংগঠন সহ রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি নাগরিক সমাজের প্রত্যেকেরই অজানা নয়। তা সত্ত্বেও এখনও বিভিন্ন জায়গায় যাবতীয় নিয়মরীতিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বাসের ছাদে যথেচ্ছভাবে যাত্রী বোঝাই করার অসাধু কারবার চলছেই। সেদিন কাটোয়ার ন'নগরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির ছাদেও অসংখ্য যাত্রীর ভিড় ছিল। বাসটি উল্টে গেলে একাধিক যাত্রীও ছাদের নিচে চাপা পড়েন এবং তৎক্ষনাৎ একজনের মৃত্যু হয়। কাটোয়া অভিমুখের এই যাত্রীবাহী রুটের বাসটিকে প্রতিদিনের মতোই কেতুগ্রাম থানার সামনে দিয়েই আসতে হয়েছিল। তাছাড়াও বিভিন্ন পয়েন্টে অসংখ্য সিসিটিভি ক্যামেরা, চেকপোস্ট সহ একাধিক পুলিশি নজরদারিতো রয়েইছে। তবুও যাত্রীপরিবহণে বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনের এই দৃশ্য কেন যে পুলিশের নজর এড়িয়ে যায় এখন সেই প্রশ্নই চারিদিকে মুখে মুখে ঘুরছে। অবশ্য এবিষয়ে পুলিশ মুখে কার্যত কুলুপ এঁটে নিয়েছে।পুলিশ এখন এই মর্মান্তিক ভয়াবহ দুর্ঘটনার তদন্তে দৌড়ঝাঁপ বাড়িয়ে দিয়ে জনমানসের আস্থা ফিরে পাওয়ার কৌশল রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ঘটনায় পুলিশ–প্রশাসনের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ।তাঁদের অভিযোগ, পুলিশের সামনে একেবারে নাকের ডগার ওপর দিয়ে অসংখ্য বেআইনি যানবাহন মালপত্র ও যাত্রী নিয়ে দিন–রাত ছুটে চলেছে। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় সংকীর্ণ বেহাল রাস্তার ওপর দিয়ে কোনও নিয়মরীতির তোয়াক্কা না করেই বেআইনী ট্রলিসহ ট্রাক্টর প্রতিনিয়ত মালপত্র বহন করছে। এই সকল ট্রাক্টর চালকদের অনেকেরই বৈধ কাগজপত্রও নেই এবং তাদের বেপরোয়া মনোভাবের কারণে অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটে। কিছু দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে মালিকপক্ষও দায়ী থাকে। তাঁদের সদিচ্ছার অভাবের কারণেই যাত্রী পরিবহণে যুক্ত যানবাহনগুলির নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাও হয় না। ফলে প্রায়শই যানবাহনের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ভেঙে যাওয়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হন যাত্রীরা। রাস্তায় পুলিশের তিক্ষ্ণ নজর বাইক এবং ব্যক্তিগত গা।রি ওপরে। বেআইনী কিংবা নিয়মবহির্ভূত যানবাহনের দিকে পরিবহণ দপ্তর সহ পুলিশ–প্রশাসন কার্যত উদাসীন বলে সাধারণ মানুষ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে।

স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতির অপসারণের দাবি অভিভাবকদের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : স্কুল সভাপতির অপসারণ দাবি উঠলো জয়নগরের দক্ষিণ বারাসত শিবদাস আচার্য্য হাই স্কুলের। এই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতির অপসারণ চেয়ে এলাকায় পোস্টার মারলেন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও অভিভাবকদের একাংশ। সম্প্রতি দক্ষিণ বারাসতের বিভিন্ন জায়গায় এই ফ্লেক্স–পোস্টার দেখা যায়। অভিযোগ, অন্য একটি স্কুলে কর্মরত হয়েও নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে এই স্কুলে পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে রয়েছেন দীপককুমার হালদার নামে ওই ব্যক্তি। সভাপতি পদে তাঁকে সমর্থন করার জন্য প্রধান শিক্ষককেও বদলির দাবি তোলা

হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক দেবদীপ ভট্টাচার্য্য বলেন, “উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওঁকে নিয়োগ করেছেন। এখানে আমার কোনও ভূমিকা নেই।” আর এ ব্যাপারে স্কুলের সভাপতি দীপক হালদার বলেন, “আমি চাকরি লুকিয়ে সভাপতির দায়িত্ব নিইনি। যদি আইনবিরুদ্ধ হয়, কর্তৃপক্ষ যা সিদ্ধান্ত নেবেন, মেনে নেব।” শুক্রবার থেকে এই স্কুলের ৭৫ তম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের নাম না রাখা নিয়ে পোস্টারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রাক্তন ছাত্ররা। প্রধান শিক্ষক বলেন, “বিধায়ক নিজেই নাম দিতে বারণ করেছেন। সাংসদকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।”

তবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে দেখা যায় নি স্থানীয় সাংসদ প্রতিমা মন্ডলকে। এব্যাপারে রবিবার সাংসদ জয়নগরে বলেন,যেখানে সম্মান নেই সেখানে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। আর ঐ সভাপতির বিরুদ্ধে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা ও অভিভাবকরা আমার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। ২০১৫ সালের সরকারি নিয়ম মেনে ঐ সভাপতি স্কুল শিক্ষক হয়ে সভাপতি হতে পারে না কোনো স্কুলে। তাই এবিষয়ে স্কুল শিক্ষা দপ্তরে ও শিক্ষা মন্ত্রীকে জানিয়েছি।

ধান সমেত নৌকা ডুবি মনি নদীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার শীতের সকালে ঘন কুয়াশায় সুন্দরবনে নৌকাডুবির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো সুন্দরবনের রায়দীঘিতে।তবে বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচলো সুন্দরবনের মানুষ।তবে কোনো রকমে প্রাণে বাঁচলেন সবাই। দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু হওয়ায় নৌকায় থাকা সকলেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন।

সুন্দরবন এলাকার রায়দিঘির মনি নদীর ঘটনা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়দীঘি থানার পুলিশ। শনিবার সকালে রায়দিঘির সূর্যপুর ঘাটের কাছে এই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা এলাকা থেকে ধান নিয়ে আসছিল নৌকাটি। তাতে ৩৫০ বস্তা ধানের পাশাপাশি বেশ কিছু মানুষও ছিলেন। চাষিরা এই ধান রায়দিঘি বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসছিল। হঠাৎই রায়দীঘির মনি নদীর সূর্যপুর খেয়াঘাটের কাছে নৌকাটি উলটে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে রায়দীঘি থানার আই সি অমিয় কুমার ঘোষ সহ পুলিশের বিশেষ টিম ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা উদ্ধার কাজে নেমে উদ্ধার করেন সঞ্জয় মল্লিক, কৃষ্ণ মান্না সহ একাধিক মানুষকে। তবে এদিন সন্ধ্যা অবধি উদ্ধার কাজ চললেও ডুবে যাওয়া নৌকাটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

বাসন্তীতে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের বাসন্তী বাজার সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজন হয় দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচী অনুষ্ঠান।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল,ক্যানিং মহকুমা দিদির সুরক্ষা কবচ দায়িত্বে তথা ক্যানিং–১ ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি অরিত্র বসু, বাসন্তী ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূলের সভাপতি আব্দুল মান্নান গাজী, মান্নান সেখ, বাসন্তী যুব তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আমন লস্কর, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামাল উদ্দিন

লস্কর, বিভিন্ন অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি সহ সভাপতি, প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, সদস্য প্রমুখ। এদিন দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচী অনুষ্ঠানের পর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন বাংলার ১০ কোটি মানুষের জন্য দিদির সুরক্ষা কবচ। আর এই সুরক্ষা কবচের মাধ্যমে ৩,৩৪৩ টি অঞ্চলের ২ কোটি পরিবার সুবিধা পাবেন। সরকারের ১৫ টি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে দেখা। দিদির দূত হিসাবে কাজ করবেন দলের স্বেচ্ছাসেবকরা। প্রতি বুথে ৫ টি করে দলে এবং প্রতি দলে থাকবে ৪ থেকে ৫ জন। ক্যানিং মহকুমা দিদির সুরক্ষা কবচ দায়িত্ব তথা ক্যানিং–১ যুব তৃণমূলের সভাপতি অরিত্র বসু বলেন রাজ্যের ১৫ টি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা কারা পায়নি এবং কারা পেয়েছে সে বিষয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করবেন দিদির দূত। এছাড়াও প্রতি অঞ্চলে ১০ দিন করে রাত্রি যাপন এবং মানুষের সঙ্গে জন সংযোগ করতে হবে। এদিন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধানদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতন দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে।

বালিগঞ্জের জগবন্ধু স্কুলে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ জানুয়ারি, রবিবার, জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন ফর বয়েস, ২৫, ফার্ণ রোড, বালিগঞ্জ, ইউনেসকো স্বীকৃত পোয়েটস্‌ ফাউন্ডেশন স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে। ৬ জন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা এই স্বাস্থ্য শিবিরের চেক আপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এরা হলেন চেস্ট (ক্রিটিকাল কেয়ার) বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অজয় সরকার, শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অমৃত বিক্রম দাস, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিবেক দত্ত, স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আর. এল খান, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কেয়া মজুমদার এবং জেনারেল ডাক্তার প্রদীপ কুমার নিমানি।

এছাড়াও রক্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা করছিলেন মেসার্স জেনেক্স ল্যাবরেটরি।

অতি উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে সংস্থার মেম্বার ও তাদের পরিবার এবং বহিরাগতদের নিয়ে এই স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এতে উপকৃত হয়। সংস্থার কর্ণধার ও সাধারণ সম্পাদক মাননীয় প্রদীপ কুমার চৌধুরী বলেন, পোয়েটস্‌ ফাউন্ডেশন শুধু কবি ও সাহিত্যিকদের সংগঠন নয়। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক এবং সংস্থার আজীবন সদস্য প্রয়াত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইচ্ছানুসারে এই সংস্থার নামকরণ করি হয় পোয়েটস্‌ ফাউন্ডেশন। এই সংস্থা ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই সংস্থার আরো দশটি শাখা সংগঠন।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছাড়াও এই সংস্থা বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে থাকে। যেমন সেবামূলক কাজ, ত্রাণ সেবা, বৃত্তিমূলক কাজ, রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির প্রমুখ। পৃথিবীর ৬০টিরও বেশি দেশে আমাদের কবি লেখকদের প্রকাশিত লেখা পত্রিকা সাহিত্য সাগর সারকুলেশন হয়। আগামী দিনে পোয়েটস্‌ ফাউন্ডেশনের আরো অনেক কর্মসূচি আপনাদের কাছে নিয়ে হাজির করব।

আত্মঘাতী কর্মী গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলা তৃণমূল আইটি সেল কর্মী সোহিনী সূত্রধরের আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠে হেতমপুর অঞ্চল তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি অভিনিবেশ রায়ের বিরুদ্ধে। আটই জানুয়ারি দুপুরে দুবরাজপুর পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ডে লালবাজারের বাসিন্দা সোহিনী বাড়ির দোতলায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। দুবরাজপুর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষনা করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিবারের অভিযোগ অভিনিবেশ রায়ের সঙ্গে একবছর আগে রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়েছিল সোহিনীর কিন্তু সামাজিক বিয়ে করতে চাইছিলো না অভিনিবেশ। অভিনিবেশের বিরুদ্ধে দুবরাজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে সোহিনীর পরিবার। অভিনিবেশের শাস্তির দাবি জানিয়েছে সোহিনীর পরিবার। ৯ জানুয়ারি মধ্যরাতে অভিনিবেশকে গ্রেপ্তার করে দুবরাজপুর থানার পুলিশ। ১০ জানুয়ারি দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

নিজাম প্যালেসে সিউড়ি সমবায় ব্যাংকের ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুশান্ত ভট্টাচার্য, স্বরূপ দে সহ ৩ সদস্যের সিবিআই টিম ৫ জানুয়ারি বিকালে সিউড়ি কেন্দ্রীয় কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্কে হানা দেয়। এই ব্যাঙ্কে ১৭৭টি বেনামি অ্যাকাউন্টের হদিস পাওয়া গিয়েছে বলে সিবিআইসূত্রে জানা গিয়েছে। এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে রাজ্য খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে লেনদেন করা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সহযোগিতা না করলে লেনদেন বন্ধ করা হবে বলে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছে সিবিআই বলে জানা গিয়েছে। ব্যাংকের প্রাক্তন ম্যানেজার ইন্দ্রকুমার গুরুং এবং বর্তমান ম্যানেজার অভিজিৎ সামন্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআই আধিকারিকরা। প্রায় দশ কোটি টাকার হদিশ পাওয়া গিয়েছে বেনামী এই অ্যাকাউন্টগুলি থেকে। গোরু পাচারের কালো টাকা সাদা করার জন্য খাদ্য দফতরকেও ব্যবহার করা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এক ব্যাগ ভর্তি নথিপত্র,পেন ড্রাইভ নিয়ে যায় তদন্তকারী আধিকারিকরা। ৬ জানুয়ারি সিউড়ি কেন্দ্রীয় কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অভিজিৎ সামন্ত হাজিরা দিয়েছেন কলকাতা নিজাম প্যালেসে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে সব ফর্মে একই লোকের সই পরীক্ষা করতে ডাকা হচ্ছে হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্টকে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। বেনামি অ্যাকাউন্টের সঙ্গে খাদ্য দফতরের যোগ রয়েছে বলে অনুমান সিবিআই আধিকারিকদের।

ক্রিকেট আকাদেমির সূচনা বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোলপুর শিক্ষানিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের ক্রীড়াঙ্গন মাঠে ৭ জানুয়ারি বিশ্ব পরিচয় ক্রিকেট আকাদেমির সহযোগিতায় বীরভূমের সর্বপ্রথম

ছেলে ও মেয়েদের জন্য ক্রিকেট আকাদেমির সূচনা করেন কেশবরঞ্জন ব্যানার্জী। মহেন্দ্র সিং ধোনির ছোটবেলার কোচ কেশব রঞ্জন । রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি ড. প্রলয় নায়েক, বোলপুর সাব ডিভিশন স্পোর্টস সেক্রেটারী তাপসকুমার দে, পঞ্চায়েত সমিতি সহসভাপতি মিহির রায়, মাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা আহ্বায়ক সন্দীপ মিশ্র, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অভিজিত থান্দার সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক বিভিন্ন ক্লাবের কোচ ও ক্রীড়া প্রেমিক খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্তকুমার দাস বলেন, বীরভূম ও আশপাশের জেলা থেকে গ্রাম ও মফস্বল শহর থেকে সুযোগ না পাওয়া প্রতিভাবান ছেলে – মেয়েদের সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজ্যস্তরে এবং জাতীয়স্তরে নিয়ে যাওয়ার আমাদের লক্ষ্য। বিসিসিআই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কোচরা কোচিং করবেন । এছাড়াও ধোনির ছোটবেলার কোচ কেশবরঞ্জন ব্যানার্জী প্রতি দুই – তিন মাস অন্তর আসবেন।

হুল এক্সপ্রেসে পাথর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ জানুয়ারি দুপুর আড়াইটা নাগাদ উখড়া স্টেশন ছেড়ে এগোতেই হাওড়াগামী হুল এক্সপ্রেসের খোলা দরজা দিয়ে একটি পাথর উড়ে এসে বন্ধ দরজার কাচ ভেঙে দেয়। মেঝেতে ভাঙা কাঁচ পড়ে থাকার ভিডিও সহ ঘটনার বিবরণ সমাজমাধ্যমে দিয়েছে এক যাত্রী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল। ফের প্রশ্নের মুখে যাত্রী নিরাপত্তা।

গঙ্গা আরতীর আগে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা সহকারে সাগর তটের দিকে যাত্রা।

মেগা কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সমগ্র সাগরমেলার ওপর নজরদারি রাখছে আধিকারিকেরা। কয়েকশো সিসি ক্যামেরা, ড্রোনের ছবি একসাথে ফুটে উঠছে মনিটরে।

সাগর মেলায় উপস্থিত পুরীর শঙ্করাচার্য।

পুণ্যার্থীদের সেবায় নিয়োজিত ইসকন। তাদেরই পদযাত্রা মেলা প্রাঙ্গণে।

কংগ্রেসের সেবা দল পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু করলো তাদের কর্মসূচি।

সাধুদের হাতে সরকারের অনুমোদিত নম্বর সমেত ব্যান্ড পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খুঁজে পাওয়ার সুবিধার জন্য।

উদ্ধারকাজে ভারত সেবাশ্রমের দেড় হাজার স্বেচ্ছাসেবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিন পরেই গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির পুন্য স্নান। তাই হাজার হাজার ভক্ত ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছেন গঙ্গাসাগর। এই তীর্থযাত্রীদের সহযোগীতায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে গঙ্গাসাগরের পাঁচটি পয়েন্টে এমনকি সাগরের জলে উদ্ধার কাজের জন্যে প্রায় দেড় হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে। ভারত সেবাশ্রমের গঙ্গাসাগর সেবা কাজের সূচনা করেন সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ। এর পাশাপাশি তিনি গঙ্গাসাগরের পথে কচুবেড়িয়া ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রনবানন্দ মহারাজের আবক্ষ মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরাসহ বহু বিশিষ্ট মানুষ।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, হাজার বছরের পরাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে মানুষের মধ্যে মহা জাগরণ এনেছিলেন স্বামী প্রনবানন্দ মহারাজ। আজকের সময়ে দাঁড়িয়েও মানুষকে স্বামী প্রনবানন্দের আদর্শে এগিয়ে চলতে হবে পরস্পরকে সেবার মানসিকতা নিয়ে। মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা বলেন গঙ্গা সাগর মেলা বা অন্য যে কোনো কাজে সেবার মানসিকতা নিয়ে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতার এই মূর্তি উন্মোচন হল যাতে স্বামী প্রনবানন্দের আদর্শকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

এমএর ছাত্রী সাগরে বিক্রি করছে ডুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার সকালে সাগরে কপিল মুনির মন্দিরের সামনে থেকে ২ নম্বর রাস্তা ধরে যাচ্ছিলাম স্নানঘাটের দিকে। বেশ কিছুটা যাবার পর রাস্তার বাঁ দিকে চোখে পড়ল একজন সপ্রতিভ এক যুবতী তীর্থ যাত্রীদের হাতে বাঁধা ডুরি, সিঁদুর, পিকচার বিক্রি করছে। পাশে আর একজন যুবতী এবং পিছনে সমস্ত জিনিস গুছিয়ে দিচ্ছেন একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ। ওদের দেখে কেমন যেন মনে হল এই সমস্ত দ্রব্য বিক্রি করা এদের কাজ নয়। থমকে গেলাম আমি এবং আমার চিত্র সাংবাদিক অরুণ লোধ। প্রতিবেদকের প্রশ্নে ওরা যা জানান শুনে আমি তো থ। প্রথম যুবতী বললেন, আমার নাম প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, আমার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয়। বর্তমানে সে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএর (এডুকেশন) প্রথম বর্ষের ছাত্রী। পাশে তার দিদি নমিতা মণ্ডল, সেও স্নাতক করে চাকরির জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করছে। পিছনে তাদের বাবা সুভাষ মণ্ডল। তাঁর একটা সবজি দোকান আছে। বছরে ঠাকুরনগর ও গঙ্গাসাগরে এই সব দ্রব্য বিক্রি করতে আসেন। সঙ্গে আছেন সুভাষবাবুর স্ত্রী তিনি রান্নার জন্য বাজার করতে গেছেন। তা তোমরা এত শিক্ষিত,এই কাজ করছ কেন? উত্তরে প্রিয়াঙ্কা বলে, কী করব, আমাদের পড়াশোনার খরচ চালাতে বাবার অসুবিধা হচ্ছে। তাই বাবাকে সাহায্য করতে এই কাজ করছি। তাছাড়া কোনও কাজকেই আমরা ছোট মনে করি না। বাবা সুভাষ মণ্ডল জানালেন, আমি ওদের আনতে চাইনি, ওরাই জোর করে এসেছে আমাকে সাহায্য করতে। ফিসফিস করে বললেন, বড় মেয়ের রোজই ভাল পাত্রের সম্বন্ধ আসছে। কিন্তু ও বিয়ে করতে রাজী নয়, ও বলছে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াই, তারপর বিয়ে করব।

গঙ্গাসাগর মেলায় ঢুকে পড়লো রয়্যাল বেঙ্গল

সুভাষ চন্দ্র দাশ : একজোড়া পূর্ণ বয়স্ক বাঘ ঢুকে পড়েছে গঙ্গাসাগর মেলায়! না না, পার্শ্ববর্তী কোন ম্যানগ্রোভ জঙ্গল থেকে নয়। একে বারেই কাছের গ্রাম থেকে। গঙ্গাসাগর মেলায় মানুষের লোক বাড়তেই তারা কপিলমুনি আশ্রমের সৈকতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হতে শুরু করেছে। সেই ভিড়ের মধ্যে সমুদ্র সৈকতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছে মনের আনন্দে। কপিলক্ষেত্রে পূণ্যস্নান করতে আসা মানুষজন কাছ থেকে বাঘ দেখার স্বাদ মেটাতে নাওয়া–খাওয়া ভুলে বাঘের পিছু পিছু ঘুরছেন। এ বাঘের 'নখ নেই, দাঁত নেই, কাউকে সে কাটে না' কেবল হালুম হালুম করে মুখভার করে না। বাঘেদের কেরামতি দেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে আট থেকে আশি সহ সকলেই। কারোর কোন ক্ষতিও করছে না। বিশালদেহী এই দুই রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের কাছে পেয়ে পূণ্যার্থী এবং পর্যটকরা রীতিমতো আনন্দে আপ্লুত, খুশির আনন্দে আত্মহারা। এতো কাছে বাঘ পেয়ে, কে না ছবি তুলতে ভালবাসে ? কেউ বাঘের খুব কাছ থেকে, কেউ বাঘের গায়ে হাত দিয়ে, কেউ বা লেজে হাত বুলিয়ে আনন্দ উপভোগ করছেন সেলফিও তুলছেন। যুবক যুবতীরা তো বাঘের গলা জড়িয়ে সেলফি তুলতেই ব্যস্ত। গঙ্গাসাগরে বাঘেরা এখন রীতিমতো মনোরঞ্জনের খোরাক হয়ে উঠেছে।

এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় দুই 'ছিনাথ বহুরূপী' রীতিমতো সেলিব্রেটি হয়ে উঠেছে। এবারের মেলার অন্যতম আকর্ষণ এই 'বাঘরূপী'। বাঘের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মনোরঞ্জন করতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগ এই দুই 'ছিনাথ বহুরূপী'দের গঙ্গাসাগরে বেলাভূমিতে আবির্ভাব ঘটিয়েছে। সাগরসঙ্গমে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে বাঘরূপী–মানুষ ছেড়ে দেওয়ার কারণ প্রসঙ্গে ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) বন বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মিলনকান্তি মন্ডল বলেন, 'বাঘ আমাদের জাতীয় পশু'। সুন্দরবনের গর্ব। বাঘ সংরক্ষণের বিষয়ে মানুষকে আরও সচেতন করতে আমরা বাঘ অধ্যুষিত জঙ্গল সংলগ্ন গ্রাম গুলির আশপাশে, স্কুলের পথেঘাটে, হাটেবাজারে, চায়ের দোকানে এবং মেলায় নানাভাবে প্রচার চালাচ্ছি। বাঘ পথ ভুল করে লোকালয়ে চলে এলে গ্রামের মানুষ সহজেই তাকে বনে ফেরাতে সহযোগিতা করছে।' মূলত বাঘ বাঁচানোর বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিতেই বন বিভাগ এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় 'ছিনাথ'দের মেলায় এনেছে। মিলনবাবু আরও জানিয়েছেন, এই কপিলভূমি এক সময় ম্যানগ্রোভ অধ্যুষিত 'বাঘ–ভূমি' ছিল। অতীতের স্মৃতি স্মরণ করাতেই এই উদ্যোগ।

জানা–অজানা সফরে

এখন আর গঙ্গাসাগর একবার নয় হবে বার বার

প্রিয়ম গুহ

'সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার'— এই প্রবাদটি আজ যেন ভুল প্রমাণিত হতে চলেছে। শুধু পৌষ সংক্রান্তিতে শুধু পুণ্য স্নানের লোভে নয় এখন প্রায় সারা বছর ধরেই গঙ্গাসাগরমুখী পর্যটন প্রেমীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকখালি, ডায়মন্ড হারবার, ফলতাকে পিছনে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলেছে গঙ্গাসাগর। ট্রেন, লঞ্চ, গাড়ি সংযোগে গঙ্গাসাগরে যাত্রা যেন এক অনবদ্য আমেজ নিয়ে আসে। এখন তো আবার ভগীরথের পথ ধরেও গঙ্গাসাগর যাত্রা শুরু হয়েছে। বাবুঘাট থেকে লঞ্চ ছেড়ে একদম গঙ্গাসাগরের কাছে নিয়ে চলে যাচ্ছে পর্যটকদের। ঠিক যেমন যে পথ ধরে শাঁখ বাজিয়ে গঙ্গাকে সাগর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন ভগীরথ। গঙ্গাসাগরের ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় অনুভূতি পরতে পরতে সাগর কিনারায় অনুভব করা যায় ঢেউয়ের কলতানে। উত্তাল নদী পেরোনোর বিভীষিকাময় গল্প বা সেই ইতিহাস এখন আর ধরা পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সাগর সঙ্গমে' নবকুমারের সেই পরিস্থিতি হওয়ার মতোন নয়। দুর্গম সাগর যাত্রা এখন সুগমে পরিণত হয়েছে প্রশাসনিক তৎপরতায়। দীঘা, পুরীর সি–বিচের মতোই সাগরতটও এখন গমগম করে পর্যটন ক্ষেত্রের মতো। হাসি ফুটেছে সাগরদ্বীপের মানুষের মুখেও। অর্থনীতি দিয়ে ব্যাখ্যা দিতে গেলে বলতে হয় ক্রমশ পরিবর্তন ঘটছে সাগরদ্বীপের অর্থব্যবস্থার। বিভিন্ন ব্যবসা, ভাতের হোটেল চালিয়ে বেশ ভালোই আছেন তারা। শুধু গঙ্গাসাগর মেলার জন্য অপেক্ষা করে এখন আর বসে থাকেন না তারা। সারা বছর ধরেই এখন তাদের ব্যবসা এগিয়ে চলে। সাগর, গঙ্গা, কপিল মুনি একদিনের তীর্থে মন শান্তিতে ভরে উঠবেই।

কীভাবে যাবেন ?

প্রথমে বলা যাক বাস : ধর্মতলা থেকে কাকদ্বীপ বা নামখানা গামী বাসে উঠে পড়লেই হলো। বেহালা থেকে এই বাসে উঠতে পারবেন। বাস নামিয়ে দেবে লট নম্বর ৮ অথবা নামখানা ঘাটে। ওখান থেকে প্রত্যেক এক ঘন্টা অন্তর লঞ্চ বা ভেসেলে করে পার হয়ে যাওয়া যাবে। লট নম্বর ৮ থেকে পার হলে গিয়ে পৌঁছবেন কচুবেড়িয়ায়। ওখান থেকে অটো, গাড়ি বা বাসে করে সাগরতটে পৌঁছতে পারবেন। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে মোটামুটি ৪ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবেন সাগর কিনারে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের শেষ প্রান্তে। নামখানা থেকে পার হলে পৌঁছবেন চিমাগুড়িতে, সেখান থেকে টোটো, অটো এবং বাস পৌঁছে দেবে সাগরতটে। সময় প্রায় একই লাগবে। লট নম্বর ৮ থেকে ভেসেল পরিষেবা বেশ ভালই সময় লাগে ৪৫ মিনিট মতো। তারপর সড়ক পথে আরও ৪৫ মিনিটের যাত্রা। আর চিমাগুড়ি পৌঁছতে লাগে লঞ্চপথে প্রায় একঘন্টার অধিক সময়। তারপর সড়ক পথে লাগে মাত্র ১৫ মিনিট।

ট্রেনেও যাওয়া যায় : শিয়ালদহ বা বালিগঞ্জ থেকে নামখানা বা কাকদ্বীপগামী ট্রেনে উঠে বসে পড়লেই হলো। কাকদ্বীপ অথবা নামখানা স্টেশন থেকে অটো বা টোটো রয়েছে ঘাট অবধি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। নামখানা ট্রেন কিছু কম থাকলেও কাকদ্বীপের ট্রেন রয়েছে বেশ অনেকগুলি। তবে সকাল সকাল বেড়োনোই ভাল তাহলে অন্তত দুপুরের মধ্যে সাগরতটে পৌঁছে সাগরে স্নান করে খাওয়াদাওয়া করে ঘুরতে শুরু করে দিন। ট্রেনের সময় তালিকা বিভিন্ন অ্যাপস এবং ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। এছাড়াও ভেসেল বা লঞ্চের সময়ের জন্য 'গঙ্গাসাগর ভেসেল অ্যাপস' নামে এই অ্যাপসে পাওয়া যাবে সব সময়ের তালিকা। ওখানে গিয়ে বিভিন্ন আশ্রম বা সরকারী বহু থাকার জায়গা রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির ঘরগুলোও বেশ সুন্দর। এছাড়াও ভারত সেবাশ্রম সংঘ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ঘরও পাওয়া যায়। আগে থেকেও আপনারা বুক করে নিয়ে যেতে পারেন। তবে সাগরমেলার সময় সেই সব গুলি কিন্তু অপ্রতুল। খরচাও কিন্তু খুব একটা বেশি নয়। মাথাপিছু দেড় থেকে দু হাজারের মধ্যে ভালোভাবেই ঘুরে আসা যায় গঙ্গাসাগর থেকে। তাহলে এখন আর শুধু সাগর মেলাতেই কেন এমনিতেও ঘুরে আসুন গঙ্গাসাগরে। মাঘী পূর্ণিমার সময়েও এক বিশেষ আকর্ষণ থাকে গঙ্গাসাগরে। গ্রাম্যমেলায় মুখরিত হয়ে ওঠে সাগরপ্রাঙ্গণ। তাহলে চলুন বন্ধু–বান্ধব পরিবারের ঘুরে আসা যাক।

মাঙ্গলিকী

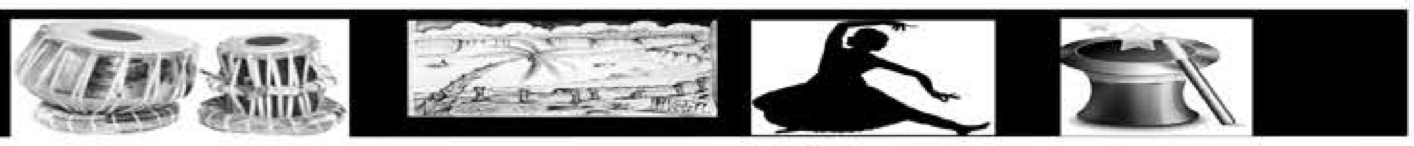

তিন দিনের পুতুল নাট্য উৎসব

উজ্জ্বল সরদার

পুতুলনাচ বা পুতুল নাটক, এদেশের অতীত ঐতিহ্যের অন্যতম ধারকবাহক। মূলত লোকসংস্কৃতির অন্যতম অংশ এই ঘরানা হলেও, পুতুল নাটকের সামাজিক গুরুত্ব অস্বীকার করার নয়। বিশ্বায়নের প্রভাবে, দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে আজকে এই শিল্পধারা অনেকাংশে অবলুপ্ত হতে চললেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে লোকজ এই শিল্প আজও লড়াই করে বাঁচিয়ে রেখেছেন বেশ কিছু শিল্পী। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা দণ্ড পুতুল বা ডাং পুতুলের অন্যতম আকরস্থান। এজেলায় অতীতে শতাধিক পুতুল নাচের দল থাকলেও আজ টিকে আছে মুষ্টিমেয় কয়েকটিমাত্র দল। জয়নগর থানার জীবনমণ্ডলহাটের সত্য নারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থা তাদের পাঁচ প্রজন্ম ধরে এই ঘরানা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সাম্প্রতিক তিন দিন ধরে দক্ষিণ পদুয়া ননী প্রমীলা কে জি স্কুল মাঠে সত্য নারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হল ৭ম বর্ষের পুতুল নাট্য উৎসব ২০২২-২০২৩। নতুন দিল্লীর ভারতীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের বিশেষ সহযোগিতায় এমন সুন্দর অনুষ্ঠান দেখা গেলো কয়েকদিন ধরে। গত ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের শুভ সূচনায় হাজির ছিলেন- রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা পুতুলশিল্পী সুদীপ গুপ্ত, ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের পরিচালক দিলীপ মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের জেলা সম্পাদক শিশির হালদার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দা প্রমুখ। তিন দিনের এই উসবে দেখা গিয়েছে হালিশহরের রংতাল থিয়েটারের মাইম শো, দিলীপ মণ্ডলের কথাবলা পুতুল, কলকাতার ডলস থিয়েটারের টেমিং অফ দ্যা ওয়াইল্ড', গ্লাভস পাপেট, গাববেড়িয়া সুন্দরবন পাপেট থিয়েটারের ছায়া পুতুলনাচ, বুনরাকু পুতুলনৃত্য, চুঁচুড়া মাইম সার্কেলের মূকাভিনয়, সুভাষগ্রাম আর্ট থিয়েটারের বোকা বাঘ পুতুল নাটক, ক্যানিং সুন্দরবন পাপেট থিয়েটারের কাবুলিওয়ালা' পুতুলনাটক, দক্তিপুরের মহামায়া অপেরার ঐতিহ্যবাহী ঘরানার 'তারকাসুর বধ', সত্য নারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার পুতুলনাটক 'তুষার মালা' প্রভৃতি। এছাড়াও গ্রামের ছোট বড় সকলকে নিয়ে পুতুল নাচের কর্মশালা ও পরিচালিত হয়। পুতুল নাট্যের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের অবদান' শীর্ষক আলোচনাও ছিল বিশেষ নজরকাড়া। এই উসবে সংস্থার স্মারক পত্রিকা ও

প্রকাশিত হয়। স্মারক পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন নিরাপদ মণ্ডল ও স্বর্ণশ্রী মণ্ডল। প্রতি বছর শীতের এই মরশুমে গ্রামের মধ্যে পুতুল নাচ শিল্পের প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগে সত্য নারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার এমন মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানায় স্থানীয় প্রশাসন থেকে গ্রামবাসী সকলেই। সত্য নারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার কর্ণধার নিরাপদ মণ্ডল একান্ত সাক্ষাকারে জানালেন- বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ভীষণ সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হচ্ছে এই পুতুল নাচ শিল্পকে। আমরা আমাদের পাঁচ প্রজন্ম ধরে এই লোকজ শিল্পকে লালন পালন করে চলেছি, আসলে দণ্ড পুতুল বা রড পাপেটের জন্মস্থান হল এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা, অতীতে বহু দল বহু শিল্পী এই শিল্পের সাথে জড়িয়ে থাকলেও আজ সেসব অতীত। এখান থেকে সেঅর্থে আয়ের সংস্থান হয় না বললেই চলে। আজ হাতে গোনা কয়েকটি মেলা উদ্যোক্তা, বনেদী বাড়ি এরাই মূলত বছরের নির্দিষ্ট সময়ে পুতুল নাচের আয়োজন করেন আমাদের দিয়ে। তবে সময়ের সাথে সাথে আমরাও আমাদের প্রযুক্তি, গল্পের প্রেক্ষাপট, আলো, যন্ত্রসঙ্গীত সব কিছুই পরিবর্তিত করেছি, যাতে তা সময়পোযগী ভাবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। আমরা আমাদের সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এই শিল্প কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, এমন উৎসবের আয়োজন ও সেই জন্যই, বাকিটা তো এই পুতুলনাচই তো সব বলবে। উল্লেখ্য সত্য নারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থায় নিরাপদ বাবুর দুই মেয়ে স্বর্ণশ্রী ও রাজ্যশ্রী গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী। জেলার মধ্যে তারাই একমাত্র বোন যারা এই শিল্পের অন্যতম শিল্পী। এছা।ও অন্যান্য শিল্পীদের অবদান ও বিশেষ কুর্নিশ করার মতোই বলা যায়। শহরের অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে পুতুল নাট্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলেও, গ্রামের গ্রামবাসীদের মধ্যে পুতুলনাচ শিল্পের প্রসারের জন্য সত্য নারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থা বছরের বিভিন্ন সময়ে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলে। তাদের হাত ধরেই হারিয়ে যাওয়া দণ্ড পুতুল বা রড পাপেট আজ নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত হচ্ছে নিয়মিত।

সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্রসদন-নন্দন-বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে ১১-১৫ জানুয়ারি ২০২৩ পাঁচ দিন ব্যাপী সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা চলছে।

১১ জানুয়ারি ২০২৩ বিকেল ৪টেয় রবীন্দ্রনাথ-নন্দন-বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে একতারা মুক্তমঞ্চে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা যুগ্মভাবে উদ্বোধন করবেন কথাকার অমর মিত্র ও কবি দেবদাস আচার্য। এছাড়া আকাদেমির সম্মানীয় সদস্যাগণ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থাকবেন।

এই মেলায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৩৫০টি ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা অংশগ্রহণ করবে।

এই মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্পণ করা হবে আকাদেমি প্রবর্তিত ১৩টি স্মারক সম্মান— অনিতা-সুনীলকুমার বসু স্মারক সম্মান : নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, আলপনা আচার্য স্মারক সম্মান : শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, মনোজমোহন বসু স্মারক সম্মান : প্রকাশ দাস, লীলা রায় স্মারক সম্মান : শৌভিক দে সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মারক সম্মান : সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধা বসু স্মারক সম্মান : দেবারতি মিত্র, শান্তি সাহা স্মারক সম্মান : বিপুল দাস, তাপসী বসু স্মারক সম্মান : রতন বিশ্বাস, সুপ্রভা মজুমদার স্মারক সম্মান : সমীরণ দাস, বিভা চট্টোপাধ্যায় স্মারক সম্মান : জহর সেন মজুমদার, সোমেন চন্দ স্মারক সম্মান : জহর সেন মজুমদার, বাংলা আকাদেমি-মধুপর্ণী স্মারক সম্মান : বারিদবরণ ঘোষ, লিটল ম্যাগাজিন সম্মান : বিজ্ঞাপনপর্ব পত্রিকা (সম্পাদক : রবিন ঘোষ), রক্তমাংস পত্রিকা (সম্পাদক : গৌতম ঘোষদস্তিদার), এই সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা উপলক্ষ্যে- ৩৯৬ জন কবি কবিতাপাঠের আসরে অংশগ্রহণ করবেন। ১১০ জন গদ্যকার 'গল্পের জন্মকথা' বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেবেন। মেলা চলাকালীন ৭টি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছে। এই আলোচনাসভাগুলিতে বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সম্পাদকরা অংশ নেবেন। আলোচনার বিষয়গুলি- বই থেকে ছবি, আমাদের মুখোমুখি আমরা, কলমে না কণ্ঠে, নবস্পন্দন, লিটল ম্যাগাজিনের ঘরগেরস্থালি, লেখালেখির অন্দরমহল। এই মেলা চলাকালীন চার দিনে ৮ জন নবীন-প্রবীণ বিশিষ্ট গল্পকারের একটি করে গল্প পাঠ করবেন ৮ জন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী। দুই কবি মুখোমুখি শীর্ষক কবিদের আলাপচারিতায় ৬ জন বিশিষ্ট কবি অংশ নেবেন। সব মিলিয়ে এই সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা উপলক্ষ্যে ৫৫০ জন কবি-সাহিত্যিক-লেখক অংশগ্রহণ করবেন। এবারে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০২৩ উপলক্ষ্যে শীর্ষ পঙ্‌ক্তি হয়েছে পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন 'একটু পা চালিয়ে ভাই'। সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০২২ উপলক্ষ্যে 'নবস্পন্দন গ্রন্থমালা' সিরিজে দুজন তরুন কথাকার সায়ন্তনী ভট্টাচার্য ও দেবপ্রিয়া সরকার এবং দুজন তরুন কবি সুমন মল্লিক, সুমন ঘোষ-এর লেখা নিয়ে চারটি এক ফর্মার পুস্তিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। এই সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা উপলক্ষ্যে সাহিত্য অকাদেমি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ, কলকাতা পৌরসংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমি, উদ্বোধন, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড, শিক্ষাদর্পণ প্রভৃতি কয়েকটি সংস্থার বিশেষ স্টল থাকছে। এই মেলা উপলক্ষ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র দ্বিশতজন্মবর্ষের প্রাক্কালে তাঁর স্মরণে একটি বিশেষ স্মারকগ্রন্থ মাইকেল মধুসূদন দত্ত : ফিরে দেখা প্রকাশ করা হচ্ছে। সাময়িকপত্র থেকে মধুসূদন দত্ত বিষয়ক লেখাগুলি সংকলন এবং সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন সন্দীপ দত্ত মহাশয়। এই উপলক্ষ্যে মাইকেল মধুসুদন দত্ত-র দ্বিশতজন্মবর্ষের প্রাক্কালে তাঁর স্মরণে 'তিষ্ঠ ক্ষণকাল' শিরোনামে গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। গবেষণা, সংকলন ও শিল্পকলার দায়িত্বপালন করেছেন বিশিষ্ট গদ্যকার শোভন তরফদার। অন্যান্যবারের মতো এই সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিনই একতারা মুক্তমঞ্চে সন্ধ্যেবেলায় গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আকাদেমির প্রবহমান প্রকল্পের বেশ কিছু গ্রন্থ আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচিত হবে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্‌বোধন মঞ্চে। এই বইগুলি হল : বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (দ্বিতীয় খণ্ড), চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), চতুর্ভাষিক অভিধান।

রবিবাসর এর আসর

শ্রেয়সী ঘোষ : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, বনফুল, তারাশঙ্কর প্রমুখ লেখকদের স্মৃতি ধন্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠান রবিবাসরের এখন ৯৪ বছর বয়স। তার তৃতীয় অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হলো অধ্যাপক অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষের বাড়িতে গত ৮ জানুয়ারি রবিবার সন্ধ্যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদামণি ও স্বামী বিবেকানন্দের সামনে অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুমিত্রা চৌধুরী ও ড. মীনাক্ষী সিংহ প্রদীপ জ্বালিয়ে এই দিনের সভার শুভ সূচনা করেন।উদ্বোধন সংগীত কি গাবো আমি কি শুনাবো পরিবেশন করলেন সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অশোক চৌধুরী ছিলেন প্রধান বক্তা। ১৮৭২ এর ৭ ডিসেম্বর বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার কাহিনী তিনি তুলে ধরলেন। ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ড সুমিত্রা চৌধুরী অন্ধ জনে দেহ আলো গানটি গেয়ে সকলকে মোহিত করলেন। অধ্যাপিকা ড শেলী ভট্টাচার্যের গাওয়া সংসার যবে মন কেড়ে লয় এবং একা মোর গানের তরী গান দুটি শ্রোতাদের মন ভরালো। ড. শঙ্কর ঘোষের গাওয়া কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ঋজু রায়ের গাওয়া স্বপ্নে আমার মনে হলো এবং জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া অচেনাকে ভয় কি আমার এবং পথ চলিতে যদি চকিতে গানগুলি অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হয়েছিল। বাচিক শিল্পী দম্পতি কৃষ্ণপদ দাস ও সুস্মিতা দাস আবৃত্তিতে সবার নজর কাড়লেন। দিবোন্দু রায়ের কবিতা পাঠ ছিল আকর্ষণীয়। শ্রুতি নাটক হিসেবে অতসী মামী গল্পটিকে অসাধারণ ভাবে উপস্থাপন করলেন এই দিনের সভানেত্রী ড. মীনাক্ষী সিংহ । সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলেছেন রবিবাসরের সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় । অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেছেন অধ্যাপিকা ড. সুজাতা ঘোষ।

শ্রীগুরু সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার আমতলা আবাহনী সঙ্ঘ খেলার মাঠে, শ্রীশ্রীমদ দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস দেব প্রতিষ্ঠিত শ্রীগুরু সঙ্ঘের অন্তর্গত মধ্য বারাসত শাখা সঙ্ঘের ১৪ তম বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হয়। তিন দিন ব্যাপী এই উৎসবের সূচনা হয় শ্রীমদ দুর্গাপ্রসন্ন বিগ্রহ নিয় বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বারাসতের রাজপথ পরিক্রমার মাধ্যমে। সঙ্ঘ পতাকা উত্তোলন করেন বারাসত শাখা সঙ্ঘের প্রধান কর্মী গৌতম সাহা। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন অন্যান্য সতীর্থরা। দুপুরে মাতৃসঙ্ঘের ও সান্ধ্যকালীন মহতী ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন নাকতলা কেন্দ্রীয় আশ্রমের সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং গিরিধারী আশ্রমের সেবাইতগণ সহ অন্যান্য শাখা সঙ্ঘের প্রতিনিধিবৃন্দ। উৎসবকে কেন্দ্র করে লীলাকীর্তন, নরনারায়ণ সেবা সহ ১০০ দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের খাতা-কলম এবং ১০০ দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়, বলে জানালেন গৌতম সাহা।

তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে পুনর্মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফেলে আসা কৈশোরের ইস্কুল বেলায় ফিরে যেতে বোধহয় প্রত্যেকেই ভালোবাসেন। স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে খুনসুটি, খেলা, আড্ডা, অভিমান- এসবই জীবনের পরম পাওয়া। জীবনে চলার পথে এই স্মৃতিগুলো সব সময়ই বাড়তি রসদের কাজ করে। সেই রসদটুকু আরও বেশি করে ধরে রাখার জনাই তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তণীরা ১৯৯৮ সালে তৈরি করেন প্রাক্তণী সম্মেলন। এবারে তারা ২৬তম বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব পালন করল। সারাদিন নানা কর্মসূচির পাশাপাশি পুরনো সহপাঠীদের সঙ্গে দেদার আড্ডা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভুরিভোজ- সবটা মিলিয়ে ছিল উৎসবের প্রেক্ষাপট। রবিবার ৮ জানুয়ারি সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন বর্ষীয়ান ছাত্র শীতলচন্দ্র কোলে তার মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। আর দুপুর গড়িয়ে বিকালে তার সমাপ্তি ঘটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চে দেশের স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছর চলছে। সেই আঙ্গিকে স্কুলের ১৯৮৫ সালের ছাত্রছাত্রীরা প্রাক্তণী মৌসুমী চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে 'শিকল ভাঙার' দিনগুলির গান পরিবেশন করেন। কনভেনার এবং যন্ত্রসঙ্গীতে বিপ্লব ভট্টাচার্য ছিলেন। ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন ডাক্তার সমীর দত্ত। শ্রুতিনাটক মাহেশ পরিবেশন করেন নারায়ণচন্দ্র দাস, শ্যামল মজুমদার, সুকুমার ভট্টাচার্য, শান্তা ভট্টাচার্য ও প্রদীপ ঘোষ, তমাল মুখোপাধ্যায় শুভ দাশগুপ্তের লেখা বালুচরী আবৃত্তি করেন। তাঁর আবৃত্তি পাঠ মন ছুঁয়ে যায়। ছিলেন কমিটির বর্ষীয়ান সভাপতি কিশোরী মোহন ভট্টাচার্য, সকলের প্রাক্তন শিক্ষক শিশির বিশ্বাস, শ্যামল কুমার পাল, কোষাধ্যক্ষ কালীশংকর মিত্র, দীপ্তেন্দু রক্ষিত, কাজল মুখার্জী, শক্তিপদ ভট্টাচার্য, শম্ভুনাথ ব্যানার্জী, শ্রীমতি জলি গাঙ্গুলী, হারাধন কর, সুভাষ রায়, সমীরণ গুহরায়, কাশীনাথ কর্মকার, ভাস্কর রায়, শ্যাম সুন্দর সাহা প্রমুখরা।

হরিণডাঙ্গা হাইস্কুলের ৭৫ বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি : হরিণডাঙ্গা হাইস্কুলের ৭৫ বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠান শেষ হল গত ৩ জানুয়ারি,২০২৩। সারা বছর ধরে নানান প্রতিযোগিতা, আন্তঃ বিদ্যালয় হকি, ফুটবল টুর্নামেন্ট, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফলতার বিধায়ক শংকর নস্কর,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আতিকুল্লা মোল্লা, ফলতার বিডিও, প্রধান শিক্ষক অসীম কুমার মন্ডল, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি গোপাল কয়াল। এঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় শিক্ষারত্ন তথা রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের সদস্য তথা রাজ্য দলের কোচ - ম্যানেজার এর দায়িত্ব পালনকারী শুভেন্দু ঘোষকে।

বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছাত্রীদেরও সম্মাননা প্রদান করা হয়। জাতীয় রাজ্য ও জেলা কলা উৎসবে সুনাম অর্জন কারী এবং উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে নবম স্থানাধিকারী চয়ন হালদার, বিদ্যালয়ের ফুটবল কোচ ও এম. পি কাপের চাম্পিয়ান টিমের নিয়মিত খেলোয়াড় দীপাঞ্জন নস্করকেও সম্মানিত করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা এই বছর রাজ্যের নিযুক্ত গাইড টিচার মনোনীত হন মাননীয়া সম্পৃতি শীল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ঐশী নস্কর জাতীয় কলা উৎসবে রাজ্যে প্রতিনিধিত্ব করতে বর্তমানে ভুবনেশ্বরে। বিদ্যালয়ের কলা উৎসবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন শিক্ষিকা সম্পৃতি শীল, সুপর্না দাস এবং পাপিয়া রায়। এঁদের হাত ধরে বিদ্যালয় রাজ্য ও জাতীয় কলা উৎসবে অংশ গ্রহণকারীদের সাফল্য আসে এবং বিদ্যালয়ের খেলাধুলায় সাফল্যের মুখ্য ভূমিকা পালন করেন শুভেন্দু ঘোষ।

রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রূপনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় আজ তাদের সপ্তম বার্ষিক রক্তদান শিবিরে যেন এক নতুন রূপকথার জন্ম হলো। সকাল দশটা থেকেই বিপুল রক্তদাতার সমাগম পরিলক্ষিত হয়। শিবির শেষে দেখা যায় সর্বমোট পঁচানব্বই জন দাতা এই শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। মোট নথিভুক্তির সংখ্যা ছিল ১০৫। রক্তদাতার সংখ্যা ৯৫। সহজ গাণিতিক হিসেবে এই শিবির স্বভাবতই বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। এই শিবিরে বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে ১১ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা। বিশিষ্টজনদের তালিকায় ছিলেন কবি ও সমাজসেবী শ্রী সমীরণ মন্ডল, সমাজসেবী মাননীয় কৃষ্ণপদ মন্ডল, প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী শ্যামসুন্দর বেরা, অরণ্যদূত পত্রিকার সম্পাদক শ্রী হিমাদ্রি শেখর মন্ডল, কবি সহদেব মন্ডল, সমাজসেবী ধৃতিশ হালদার, মলয় মন্ডল, কবি ও সম্পাদক এবং অত্যন্ত কৃতি ও দক্ষ সংগঠক শ্রী হরিশংকর কুন্ডু অন্যতম। বহু দূর দুরান্ত থেকে রক্তদাতারা আসেন। রক্তদান আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক স্বপ্নসন্ধানী শ্রী সুমিত মন্ডলের উপস্থিতি এবং সক্রিয়তা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সুন্দরবন বইমেলা কমিটির সুদক্ষ সম্পাদক এই শিবিরের শুভ সূচনা করেন। দি থ্যালাসেমিয়া সোসাইটির অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদক রূপনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদকের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। সোসাইটি সমস্ত রক্তদাতা ও শিবিরে উপস্থিত বিশিষ্ট জনদের প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। উল্লেখ করা যেতে পারে রক্তদাতার নিরিখে সোসাইটির ইতিহাসে নতুন নজির স্থাপিত হয়েছে।

কারমেল স্কুলের সিলভার জুবিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজ এ অন্তর্গত কারমেল স্কুলের সারঙ্গাবাদ স্কুলে সিলভার জুবিলি বর্ষ উদযাপন করল উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৌশিক ভট্টাচার্য সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি অফ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলথ ডিপার্টমেন্ট গভমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং বারুইপুর চার্চের বিশপ শ্যামল বোস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বজবজ চার্চের ফাদার এবং কে ই কারমেল আমতলার ফাদার এবং মহেশতলার আইসি এছাড়াও আরো অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

বিবেক স্মরণে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিচ্ছে, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে আমাদের দ্রুততার সঙ্গে প্রচলিত তাপবিদ্যুতের পরিবর্তে অপ্রচলিত শক্তি সৌর বিদ্যুৎ শক্তিতে আমাদের ফিরতে হবে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করা হচ্ছে, নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেই রূপে গড়ে তুলতে মহেশতলার গণিপুর হাই স্কুলে(উ.মা.) ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্ম জন্মজয়ন্তী স্মরণ অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে এদিন বিদ্যালয়ের ছাদে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের সূচনা হল। এদিন স্বামীজী সম্বন্ধে দৃষ্টান্তমূলক বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র প্রত্যুষ মণ্ডল। এদিনের অনুষ্ঠানে সম্মাননীয়দের উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন দফতর রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, উপ-পৌরপ্রধান আবুতালেব মোল্লা, শিক্ষা দফতর সিআইসি অলোকা মাইতি, মহেশতলা পশ্চিম চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শন ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য, পৌর প্রতিনিধি ড. মুকুল মণ্ডল, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ড. পল্লব দত্ত, বিদ্যালয়ের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা চিত্রালী কুণ্ডু চক্রবর্তী প্রমুখ।

হাওড়া জেলা 'সবলা মেলা'

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বড়গাছিয়া হাসপাতাল মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'সবলা মেলা'। ব্যবস্থাপনায় হাওড়া জেলা প্রশাসন ও জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতি।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, অতিথিবরণ ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই মেলা ঘিরে থাকছে প্রতিদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মূলক অনুষ্ঠান। সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, বাউল গান, পুতুল নাচ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, পুরস্কার প্রদান ও সবলা মেলার তাৎপর্য বিষয় আলোচনা। 'স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন' উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও বিশেষ অনুষ্ঠান থাকছে। এই মেলায় বিভিন্ন খাবারের স্টলের পাশাপাশি ছিল হস্ত শিল্প প্রদর্শনী।

এই মেলা চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই মেলা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ফুটবল ছেড়ে পৌলমী এখন খাবারের ফেরিওয়ালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোটা দেশ একসময় স্বপ্নের জাল বুনত এই বুটজোড়াকে ঘিরে। ভবিষ্যতের তারকা হয়ে ওঠার যাবতীয় রসদ ছিল তাঁর পায়ে। ফুটবলের সবুজ গালিচায় দেশের গণ্ডি টপকে বিদেশেও আলপনা এঁকেছে তাঁর পা জোড়া। তাঁর রকেট গতির সেই উত্থানে হঠাৎ ব্রেক কষে দেয় আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। ফুটবল এখন অতীত। পরিবর্তে পিঠে জোম্যাটোর ব্যাগ। আর ফুটবল ছেড়ে তাঁর পা জোড়াও আজ ব্যস্ত সাইকেলের প্যাডলিংয়ে। চলছি দিন গুজরানের লড়াই। পেটের জ্বালা মেটানোর সংগ্রাম।

পৌলমী অধিকারী। নাম তো শুনা হি হোগা' গোছের ফিল্মি ডায়লগ হয়তো তিনি দিতে পারবেন না। কারণ, সত্যিই তাঁর নাম সেভাবে কেউ শোনেননি। আসলে আমাদের দেশে মহিলাদের ফুটবল নিয়ে মাথাব্যথা নাম মাত্র কিছু লোকের আছে। বাকিরা একেবারেই উদাসীন। পৌলমী তো দূরের কথা, দেশের সর্বকালের সেরা মহিলা ফুটবলার বেমবেম দেবীর নামও যে ক'জন শুনেছেন, তা সন্দেহাতীত। পৌলমী অবশ্য নিজের গল্পটা সবে শুরু করেছিলেন। শেষটা আর লেখা হয়নি তাঁর। আর্থিক অনটন তাঁকে জোর করে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে এসেছে অন্য ট্র্যাকে। এখন মূলস্রোত থেকেই হারিয়ে গিয়েছেন তিনি। স্রোতের প্রতিকূলে হেঁটেই পৌলমী অভিনয় করে চলেছেন জীবনের রঙ্গমঞ্চে।

শৈশবেই মাকে হারিয়ে শুরু হয় তাঁর জীবন-যুদ্ধ। বাবা দিনমজুর। বেড়ে ওঠা মামার বাড়িতে। বেহালার শিবরামপুরের স্থানীয় ফুটবল মাঠে ছেলেদের সঙ্গেই ফুটবলে পায়ে খড়ি। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। অনূর্ধ্ব-১৬ ও ১৯ খেলেছেন ভারতের জার্সিতে। ২০১৩ সালে অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় দলের জন্য বাংলা থেকে যে তিন ফুটবলারকে ট্রায়ালে পাঠানো হয়, পৌলমী তাঁদেরই একজন। ২০১৬-তে ভারতের হয়ে খেলেছেন 'হোমলেস বিশ্বকাপে'। দেশের জার্সিতে খেলে এসেছেন জার্মানি, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড বা পড়শি দেশ শ্রীলঙ্কাতেও। কিন্তু ভাগ্যের আজব পরিহাস। বেকারত্বের জ্বালায় সেই সোনালি অতীতকে এখন গুডবাই জানিয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন জোম্যাটোর ফুড ডেলিভারি জবকে। পিঠে ব্যাগ নিয়ে সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে অপরিচিতদের হাতে রসনার তৃপ্তি তুলে দেওয়াকেই জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছেন তিনি। অবশ্য পরিস্থিতির চাপে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশ বা বাংলার বুকে স্বপ্নের ভঙ্গের যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে ঘুরে বেড়ানো একমাত্র নাম কি পৌলমীই? উত্তরটা সকলেরই জানা। এই ঘটনা মোটেও আনকমন নয়। তিলোত্তমার বুকেই কত অটো বা টোটোচালক, সবজি বিক্রেতা একসময়ের সম্ভাবনাময় রাজ্যস্তরের খেলোয়াড়, তার ইয়ত্তা নেই। গ্রামগঞ্জে খুঁজলে তো এই সংখ্যা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কে জানে। এই নিয়ে নেতা-মন্ত্রী বা ক্রীড়া সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আর তাই শহর বা গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এরকম কত হ্যামিলটনের বাঁশিওয়ালা আজ পৌলমীর মতোই খাবারের ফেরিওয়ালা।

সম্প্রতি এইখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই পৌলমীকে নিয়ে টনক নড়েছে কয়েকজনের। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত যেমন যাবতীয় নথি ও প্রমাণ সহ দেখা করতে বলেছেন পৌলমীকে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, পৌলমীর জন্য অবশ্যই চাকরির চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ রুদ্রনীল ঘোষও তাঁকে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন। ফেসবুক পোস্টে রুদ্রনীল লিখেছেন, পৌলমী অধিকারীর ফোন নম্বর চাই। এই ভিডিওতে জানতে পারলাম ওর বাড়ি বেহালায়। ভারতীয় মহিলা টিমে ফুটবল খেলেছেন। বর্তমানে সামান্য টাকায় জোম্যাটোতে ফুড ডেলিভারির কাজ করে সংসার টানতে হয় ফুটবলার পৌলমীকে। এই ভিডিওতে কথা বলতে গিয়ে দলা পাকানো কান্না ধাক্কা মারছিল গলায়, কিন্তু চোখের জল ফেলেনি সে। যদি কেউ পৌলমীকে চেনেন দয়া করে ওনার ফোন নম্বরটা আমায় ইনবক্স করুন। জানি না পারব কিনা ওর মতো যোগ্য মানুষের জন্য কিছু করতে। কিন্তু সবাই মিলে ওর পাশে তো দাঁড়াতেই পারি।'

যাবতীয় প্রতিকূলতাকে ড্রিবল করে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রটা হয়তো ফুটবল মাঠ থেকেই পেয়েছেন পৌলমী। জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করতে এই ইস্পাতকঠিন মানসিকতাই তাঁর প্রধান হাতিয়ার বলে মনে করছেন পৌলমী অধিকারীর শুভাকাঙ্খিরা।

মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

শ্যামল মণ্ডল : রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর চোরাডাকাতিয়া গ্রামে চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ৮দলের মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। এদিন ক্যানিংয়ের এসডিপিও দিবাকর দাসের দল পুলিশ একাদশ,কলকাতার মেসি ফ্যান্স ক্লাব সহ নদীয়া, হুগলির থেকে আসা ফুটবল দল ও অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়।

সুন্দরবনের জনা কুড়ি ছেলে মিলে আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে শুরু করে এই ফ্যান্স ক্লাব। এখন এই ক্লাবের সদস্য, সদস্যা মিলিয়ে সদস্যা সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে এখন ৫০জন। তাদের প্রাণের প্রিয় ক্লাব তথা শতাব্দী প্রাচীন ও ভারতের জাতীয় ক্লাব মোহনবাগানের ভালোবাসায় তৈরী এই ক্লাব। সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব সারা বছর ধরে নানান সামাজিক কাজ কর্ম করে থাকেন। যেমন এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে রক্ত দান শিবির আয়োজন করেছিল। দেড়শো মহিলা সেই শিবিরে রক্ত দান করেন।

সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের এই মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখতে ভিড় জমিয়েছিল দশ থেকে বারো হাজার দর্শক। এদিনের এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার ফাইনালে মুখমুখি হয় গঙ্গা সাগর খাস রামকর স্পোর্টস একামেডি ও তাড়দাহ ওম্যান্স ফুটবল আকাডেমি। আর ফাইনালে নির্দিষ্ট সময়ে ফলা ফল এক এক থাকায় খেলা গড়ায় ট্রাবেকারে আর ট্রাইব্রেকারে ও ফলা ফল সমান থাকায় খেলার ফলাফল নির্ধারনের জন্য টস হলে টসে উত্তর প্রতাপ নগর ওম্যান্স ফুটবল দল জয় লাভ করে। এদিন চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে পুরস্কার হিসাবে নগদ দশ হাজার টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন ক্যানিংয়ের এস ডি পি ও দিবাকর দাস এবং প্রতিযোগিতায় রানার্স দলের হাতে পুরস্কার হিসাবে আট হাজার টাকা সহ ট্রফি তুলে দেন বাসন্তী থানার আইসি দূর্গা প্রসাদ মজুমদার। সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতার সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হয় পুলিশ একাদশের সোনা মনি ও প্রতিযোগিতার সেরা খেলয়ার নির্বাচিত হয়েছে তাড়দাহ ওম্যান্স ফুটবল আকাডেমির দীপিকা নস্কর এবং প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোল দাতা হয়েছে গঙ্গা সাগর দলের গায়েত্রী হাঁসদা এদের সকলের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। আর সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের এদিনের এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে আরও অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আই সি ক্যানিং সৌগত ঘোষ, সি আই ক্যানিং বিমল মন্ডল, গোসাবা থানার ওসি সৌমেন বিশ্বাস,ক্যানিং মহিলা থানার ওসি তনুশ্রী মন্ডল সহ আরো বিশিষ্ট জনেরা।

এদিনের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে ক্যানিংয়ের এস ডি পি ও বলেন, বাসন্তীতে আমাদের আসতে হয় শুধু বোমা বন্দুক আর সন্ত্রাসবাদীদের জন্য কিন্তু আজ চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব আজকের এতো সুন্দরভাবে এই মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এতো ভালো ভাবে অনুষ্ঠান করছে যা বাসন্তীর বাকি গ্রাম বা বাকি অঞ্চল গুলো শিখবে বলে বা তাদেরকে পথ দেখাবে বলে আমার মনে।

চেনা পরিবেশে জাত চেনালেন কুলদীপ

শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক ঘটনা করে আইপিএলে তাঁকে দলে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রতিদানও দিয়েছিলেন কুলদীপ যাদব। বহু যুদ্ধে কেকেআরের জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন তিনি। কিন্তু শচীন তেন্ডুলকর থেকে সুনীল গাভাসকর, বিরাট কোহলি- ব্যাড প্যাচ তো ক্রিকেটের অঙ্গ।

নাইটদের জার্সিতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করার পুরস্কারও পেয়েছিলেন কুলদীপ। সুযোগ পেয়েছিলেন জাতীয় দলে। তারপর হঠাৎ ফর্ম হারিয়ে ধীরে ধীরে যেন হারিয়ে যাচ্ছিলেন ক্রিকেট থেকে। একটা পুরো আইপিএলে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট তাকে বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিল। এই নিয়ে অবশ্য দ্বিধা বিভক্ত ক্রিকেট মহল। কারও মতে, অফফর্মে থাকা একজন বোলারকে না খেলিয়ে ঠিকই করেছে নাইটরা। কেউ কেউ আবার দাবি করেন, কুলদীপকে বসিয়ে রেখেই 'ব্যাড প্যাচ' তার ঝুলিতে পুরে দিয়েছে কিং খানের দল।

অবশেষে গতবারের মেগা নিলামে এই বাঁহাতি স্পিনারকে ছেড়ে দেয় নাইট ব্রিগেড। উত্তরপ্রদেশের স্পিনারকে তুলে নেয় দিল্লি ক্যাপিটালস। নিয়মিত সুযোগও দেয় তারা। ফের হারানো ছন্দ ফিরে পান কুলদীপ। বিশেষ করে নাইটদের সামনে পেলেই যেন সব থেকে ক্ষুরধার হয়ে উঠছিলেন তিনি। ফের সুযোগ পান জাতীয় দলে। সেখানেও ছন্দ ধরে রাখেন এই চায়নাম্যান। তবে সঠিক মঞ্চের জন্য হয়তো অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

বৃহস্পতিবারের ইডেন ছিল তাঁর সেই জবাবের মঞ্চ। সুযোগ পান কিছুটা পরে পাওয়া চোদ্দ আনার মতোই। যজুবেন্দ্র চাহাল চোট পাওয়ায় তাঁর পরিবর্তে দলে আসনে কুলদীপ। চেনা পরিবেশ, চেনা সমর্থক। বিপক্ষ দলটার নাম শ্রীলঙ্কা হলেও, কুলদীপ হয়তো মনে মনে ধরে নিয়েছিলেন তিনি খেলছেন কেকেআরের বিরুদ্ধেই। নাইটদের ঘরের মাঠে মোক্ষম জবাব দিয়ে গেলেন কুলদীপ। একেবারে ম্যাচের সেরা হয়ে।

এদিকে, মেগা ম্যাচকে ঘিরে সকাল থেকেই ময়দান চত্বরে ছিল তুমুল উত্তেজনা। একে গঙ্গাসাগরের মেলার জন্য বাবুঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড়, তার ওপর ইডেনের সামনের রাস্তা বন্ধ ইডেন মুখী দর্শকদের ঠেলায়। ফলে নিত্যযাত্রীদের যথেষ্ট ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে এদিন। ইডেন ছিল এদিন কানায় কানায় ভর্তি। ৫০ হাজারের ওপর দর্শক সমাগম হয়েছিল এদিন ক্রিকেটের নন্দনকাননে। তাই মাঠে ঢোকার লম্বা লাইন, সমর্থকদের মুখে আঁকার জন্য রঙের কৌটো বা পতাকা নিয়ে ফেরিওয়ালাদের আনাগোনা, সবই যেন ফিরেছিল পুরনো মেজাজে। আর গগনভেদী চিৎকারে মাঠে ভিতর তো দূরের কথা, বাইরেও রীতিমতো কান পাতা দায় হয়ে গিয়েছিল। রোহিত-বিরাটদের ব্যাটে রানের ফুলঝুরি হয়তো দেখা যায়নি, চার-ছক্কা বন্যাও বয়ে যায়নি এই ম্যাচে। তবুও কুমার সাঙ্গাকারার ইডেন বেল বাজানোর বহু আগে আগে ম্যাচ শেষে লেজার শো- ইডেন যেন পরিণত হয়েছিল এক ভিন্ন গ্রহে। তাই শুধু কুলদীপের নয়, দিনের শেষে জয় হয়েছে ক্রিকেটেরও। শুধু সমর্থকরা নন, মুচকি হেসে আজ ঘুমোবে ক্রিকেটের নন্দনকাননও।

ভদ্রেশ্বরে আমন্ত্রণী ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবলের প্রতি ভালবাসা মানুষের কাছে নতুন কিছু নয়। প্রচণ্ড হাড় কাঁপানো শীতকে উপেক্ষা করে রবিবার ৮ জানুয়ারী চাঁপদানি পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার মৌসুমী মণ্ডলের সহযোগিতায় একদিনের দিবারাত্রি আমন্ত্রণমূলক ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ১৬টি ফুটবলদল নিয়ে খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। ওই দিন নৈশালোকে ঝলমলিয়ে ওঠা ব্রেথওয়েট কারখানার পাশের মাঠে ফাইনালে মুখোমুখি হয় ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অ্যাসোসিয়েশন এবং রথতলা স্পোর্টিং ক্লাব। কলকাতা লিগের খেলোয়াড় সমৃদ্ধ থাকায় দর্শকদের ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ২-১ গোলে রথতলা স্পোর্টিংকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। দুই দলকে সুদৃশ্য ট্রফি দেওয়া হয়। ওই দিনের সেরা খেলোয়াড় বিবেচিত হয় ইন্ডিয়ান রেলওয়ের টাকু। এছাড়া ফুটবলের টানে উপস্থিত ছিলেন রেল দলের জাতীয় ফুটবলার অলোক মজুমদার, চাপদানি বিধানসভার বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন, ভদ্রেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী, কাউন্সিলার প্রকাশ গোস্বামী, রেলদলের প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার অলোক মজুমদার, ১৫ নম্বর ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট সোমনাথ পাত্র।

মহানগরে

বিপজ্জনক বাজার নিয়ে কড়া মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কলকাতা শহরের অনেক ব্যক্তিগত বাজারের বিপজ্জনক অংশ সারানো হচ্ছে না। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, বাজারের বিপজ্জনক অংশ ভেঙে ফেলতে হবে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, 'কলকাতাস্থিত শতাব্দী প্রাচীন বেসরকারি বাজারগুলির ঠিক মতো রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। আর তার ফলেই মাঝে মধ্যেই চাঙড় ভেঙে পড়ছে। এটা নিয়ে কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষকে কিছু একটা পলিসি করতে হবে। যদুবাবুর বাজার খুবই খারাপ অবস্থায় রয়েছে। কলকাতা শহরে বেশ কিছু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মার্কেট রয়েছে, যেগুলিতে বাড়িওয়ালারা প্রতি মাসে ভাড়া তোলে কিন্তু বাড়িওয়ালারা মার্কেটের রক্ষণাবেক্ষণ করেন না। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে বারবার করে নোটিশ দিয়ে সজাগ-সচেতন করলেও কোনও রকম সুরাহা হচ্ছে না। এটা নিয়ে একটা কিছু পলিসি আমাকে রাজ্য সরকারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। দ্রুততার সঙ্গে কিছু একটা সুরাহার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘিঞ্জি এলাকায় অবস্থিত কলকাতা শহরের একাধিক বেসরকারি বাজার। রাজ্য সরকারকে গোটা বিষয়টি জানাব।' ফুটপাত দিয়ে হাঁটা মহাবিপদ হয়ে যাচ্ছে। জীর্ণ বাড়ির বারান্দা ঝুলে থাকে রাস্তার ওপর। তা ভেঙে ফুটপাত দিয়ে যাওয়া পথিকের মাথায় পড়লে মৃত্যু অবধারিত। কলকাতার মহানাগরিক জানান, 'বাড়িওয়ালা অবিলম্বে বাড়ির ওই অংশটি হয় সারান আর না হয় ভেঙে দিন। কলকাতা পৌরসংস্থাকে যদি আসতে হয়, তবে তারা কিন্তু ভেঙে দেবে।'

জোকা-তারাতলা মেট্রোয় যাত্রী কই?

বরুণ মণ্ডল : মূল বেহালাবাসী জোকা-তারাতলা পার্পেল লাইনে মেট্রোর দ্বারোদঘাটনের আগেই তাকে 'জয় রাইড' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এই মেট্রো যে 'শৌখিন মেট্রোযাত্রী'দের উদ্দেশ্যে বর্তমানে চালু হয়েছে তার হাতে গরম প্রমাণ যাত্রী নিয়ে চলাচলের প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত এই মেট্রোর চলাচল বন্ধ থাকে। এটা অন্তত মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু সকাল ১০টায় জোকা থেকে তারাতলার উদ্দেশ্যে দিনের প্রথম মেট্রো চলাচল শুরু হয়। এরকম ভুলে ভরা নিয়মে জোকা-তারাতলা মেট্রো 'জয় রাইড' রূপেই চলবে। কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক যতই ভাবুন স্কুল-কলেজ পুরোদমে চালু হয়ে গেলে এই মেট্রোর যাত্রী সংখ্যা বাড়বে। সেটা মোটেই ঠিক ভাবনা বলে মনে হয় না। অটোর যাত্রীরা মেট্রোয় আসবে! এখানকার অটোর সঙ্গে মেট্রোর যাত্রী পরিবহনের লড়াইয়ে চিরজীবনই অটো জিতবে। অটো রাস্তার যে কোনও জায়গায় দাঁড়াতে পারে। কারণ বেহালা-ঠাকুরপুকুর এলাকায় বাসস্টপ বলে এরকম কিছু নেই। সুতরাং মেট্রো কী আর অটো হতে পারবে? বাণিজ্যক রূপে যাত্রী পরিবহনের প্রথম দিনে ২ জানুয়ারি সোমবার এই মেট্রোতে যাত্রী হয় ৫,০০৩ জন। টিকিট বিক্রি হয় ৭২ হাজার টাকার। তাতে জোকা-তারাতলা মেট্রো কর্তৃপক্ষ বড় গলায় গর্বের সঙ্গে অহংকারের সূত্রে বলে, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর বাণিজ্যিক পরিবহনের প্রথম দিনে সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত চলাচলে যাত্রী হয়েছিল পাঁচ হাজারেরও কম। সেখানে বেহালা-ঠাকুরপুকুরে প্রথম দিনে যাত্রী সংখ্যা পাঁচ হাজারকে ছাপিয়ে যায়। মেট্রো কর্তৃপক্ষ

অনেক আশায় আশায় বুক বাঁধ ছিল। কিন্তু পাঁচ দিনই সে আশায় শীতল জল ঢেলে দিয়েছে।

শুরুতেই উৎসাহ থাকলেও যতো দিন গিয়েছে, সেই উৎসাহে একেবারেই উধাও হয়ে গিয়েছে। জোকা-তারাতলা রুটে মেট্রো চালাতে গেলে দৈনিক যে ব্যয় হচ্ছে, সে ব্যয় তুলতেই হিমসিম খাচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। কারণ দিনে ১২টি মেট্রো চলছে আপ-ডাউনে। কিন্তু যাত্রী কই! ২ জানুয়ারি সকাল ১০ টা থেকে প্রতিটি মেট্রোয় ভিড়ে ভিড়। জমজমাট অবস্থা। কিন্তু দ্বিতীয় দিন থেকেই প্রতিদিনই কমছে যাত্রী সংখ্যা। সঙ্গে কমছে টিকিট বিক্রি। মাথা চাপড়াতে শুরু করেছেন, মেট্রোর আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, এর ফলেই নিউ গড়িয়া থেকে কবি (হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন) সাড়ে পাঁচ কিলোমিটারের মেট্রো এখন বিশ বাঁও জলে। কলকাতা মেট্রোর আয়ের চেয়ে ব্যয় এখনই বেড়ে হয়েছে প্রায় সাড়ে চারগুণ। জোকা-তারাতলা মেট্রো ২ জানুয়ারি চালু হওয়ার পর সে খরচ আরও বেড়েছে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬ পর্যন্ত চলে এই মেট্রো। এখন এই রুটে আপ-ডাউন মিলিয়ে মোট ১২টি মেট্রো চলাচল করে। প্রথম সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিক ভাবে কমেছে যাত্রী। প্রতিদিনের ব্যয় তুলতেই হাড়হিম সমস্যা। মেট্রোরেলের হিসাবানুযায়ী জোকা-তারাতলা মেট্রোয় ২ জানুয়ারি সোমবার যাত্রী সংখ্যা ৫,০০৩ জন। আয় ৭২ হাজার টাকা। ৩ জানুয়ারি মঙ্গলবার যাত্রী সংখ্যা কমে হয় ৩,১০২ জন। আয় হয় ৪৪ হাজার টাকা। ৪ জানুয়ারি বুধবার যাত্রী সংখ্যা আরও কম হয় ২,৭৪২ জন। আয় হয় ৩৬,৫০০ টাকা। ৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার যাত্রী সংখ্যা আরও আরও কমে হয় মাত্র ২,১৩৭ জন। আয় হয় ৩৩ হাজার টাকা। ৬ জানুয়ারি শুক্রবার যাত্রী সংখ্যা বৃহস্পতিবারের থেকে একটু বেড়ে হয় ২,৫৬০ জন। আয় হয় ৩৬,২০০ টাকা। কলকাতা মেট্রোর আধিকারিকদের বক্তব্য, জোকা-তারাতলা মেট্রোর রুটটা একটু ছোটো। মাত্র সাড়ে ছ'কিলোমিটারের। যখন এটি মোমিনপুর পর্যন্ত আসবে, তখন যাত্রী সংখ্যা অনেকটা বাড়বে। ফলে বর্তমানে দৈনিক একটা বিশাল আর্থিক বোঝা মাথায় নিয়ে জোকা-তারাতলা মেট্রো চলাচল করছে।

লেন্স বার্তা

স্বামী বিবেকানন্দর ১৬১ তম জন্মদিন উপলক্ষে সারা দেয় দেশব্যাপী যুব উসবের আয়োজন করা হয়। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা তরফ থেকে ভারত সেবাশ্রম সংঘের শ্রীনাথ হলে একটি যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যুবদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সুবর্ণানন্দজি মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী পুরুষত্বমানন্দজি মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী এবং অনুষ্ঠানের সহযোগী সংস্থা রাসবিহারী অ্যাভিনিউ বিবেকানন্দ সেন্ট্রাল ফর সোশ্যাল সার্ভিস এর পক্ষ থেকে শুভাশিস চৌধুরী। যুবদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য হিসেবে কি কি করা প্রয়োজন তা তুলে ধরেন। এবং সব শেষে কর্নাটকে আয়োজিত জাতীয় যুব দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হয়।

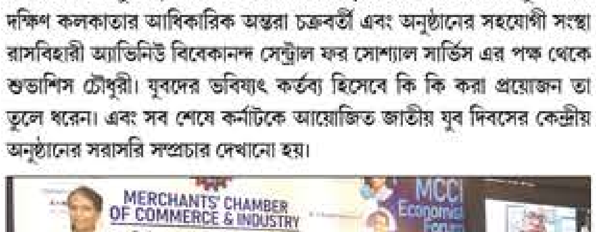

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির অর্থনীতি বিষয়ক একটি আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ প্রভু। ডিজিটাল লেনদেন ভারতের অদূর ভবিষ্যৎ কিন্তু তার সুবিধা অসুবিধাও উঠে আসে আলোচনায়। এক টাকা, দুটাকার জিনিসের প্রতি ডিজিটাল দুঃস্বপ্ন ডেকে আনছে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি নমিত বাজোরিয়া সহ অন্যান্যরা।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com